হোয়াইট হাউসের সামনে গাজার হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

স্কুলে ৫২ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক ঘেরাও

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পের শুল্কনীতি কি ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে

সম্পাদকীয়

রাসূল সা. যেভাবে ইতিকাফ করতেন

দাওয়াত

যুব বিশ্বকাপ জেতা তন্ময় এখন আইপিএলের আম্পায়ার

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২০ মার্চ, ২০২৫
৫ চৈত্র ১৪৩১
১৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 77 ■ Daily APONZONE ■ 20 March 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ওবিসি সমস্যা মিটে গেলে রাজ্যে দু’ লক্ষ নিয়োগ হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বলেছেন যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কমপক্ষে ২,০০,০০০ (বা ৩০০,০০০) শূন্যপদ পূরণের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে। অনগ্রসরতা সম্প্রদায়ের মূল্যায়নের জন্য চলমান সমীক্ষা চলছে। যার ফলে ওবিসির অধীনে গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সংরক্ষণের জন্য দ্রুত অনুমোদন পাওয়া যাবে। বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী দলগুলির দায়ের করা মামলার কারণে নিয়োগ আটকে গেছে, শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে এমন ‘খেলা’ না খেলার আহ্বান জানান।
তিন মাসের মধ্যে ওবিসি শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা নিয়ে নতুন করে মূল্যায়ন করার জন্য রাজ্যের আবেদনকে সুপ্রিম কোর্ট মঞ্জুর করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, যারা ওবিসি নিয়োগের বিরোধিতা করছেন, তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যার ফলে নিয়োগ আটকে দেওয়া হয়েছে। গতকাল

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়েছে, ভালো হয়েছে। আমি মনে করি, শিগগিরই বিষয়টির সুরাহা হবে। তারা আমাদের সমীক্ষা বন্ধ করেনি, তাই আমরা এটি চালিয়ে যাব। আমার মনে হয়, সমীক্ষা শেষ হলেই নিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।
তিনি উল্লেখ করেন, প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুলিশের মতো বিভাগগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়োগগুলি চলমান ওবিসি সংরক্ষণ বিতর্কের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল। তিনি বলেন, আমি তাদের (ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলের বিরোধিতাকারীদের) অনুরোধ করব যে কোনও খেলা না খেলুন, পরিবর্তে এমন কিছু ‘ব্যায়া’ম করুন যা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে।
রাজ্যে ওবিসি চিহ্নিত করতে নতুন করে সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্তের কথা মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহর বেঞ্চ ৭৭টি সম্প্রদায়ের (বেশিরভাগই মুসলিম) ওবিসি শ্রেণিবিন্যাস বাতিল করার কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা আবেদনের শুনানি করে মঙ্গলবার।
২০২৪ সালের ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সাল থেকে রাজ্য কর্তৃক জারি করা ৭৭ শ্রেণির মুসলিমের ওবিসি শংসাপত্রগুলি বাতিল ঘোষণা করে। কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি বাতিলের রায়ের পর থেকে রাজ্যে সংখ্যালঘুরা ওবিসি শংসাপত্র পাচ্ছে না। তার কারণে, চাকরি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য সরকার ছাড়াও বেশ কয়েকটি মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তি।
সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বাল জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) চিহ্নিতকরণের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে এবং এটি তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। আগামী জুলাই মাসে পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য সরকার সমীক্ষার অগ্রগতির কথা জানাবে। তাই ওইদিনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নতুন কোনও নির্দেশ দেওয়ার সম্ভাবনা।

যোগী রাজ্যে সেহরির সময় মুসলিমদের জাগিয়ে তোলেন অমুসলিম যাদব

আপনজন ডেস্ক: সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য, পবিত্র রমজান মাস ইবাদত এবং শৃঙ্খলার সময়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার ছোট্ট গ্রাম কৌরিয়ায় রমজান গভীর, আন্তঃধর্মীয় সৌহার্দ্যের প্রতীক।
গত ৫০ বছর ধরে, গুলাব যাদবের হিন্দু পরিবার নিশ্চিত করে আসছে যে গ্রামের মুসলমানরা রমজান মাসে উপবাসের আগে ভোরের খাবার ‘সেহরি’র জন্য সময়মতো ঘুম থেকে উঠতে পারে।
৪৫ বছর বয়সী যাদব এবং তাঁর ১২ বছরের ছেলে অভিষেকের কাছে রমজানের সময় ঘুম এমন এক বিলাসিতা।
প্রতিদিন রাত ১টায় পিতা-পুত্র জুটি টর্চ ও লাঠি হাতে পায়ে হেঁটে রাস্তার কুকুরদের তাড়ানোর জন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, প্রতিটি মুসলিম বাড়িতে থামে এবং যতক্ষণ না তারা নিশ্চিত হয় যে পরিবারগুলি সেহরির জন্য জেগে উঠেছে ততক্ষণ তারা সেখান থেকে বের হয় না। একটি পুরানো প্রবাদ আছে: “এমন বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন যাতে ধর্ম কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না - আপনি যদি তাদের মন্দিরে নিয়ে যান তবে তারা আপনাকে মসজিদে নিয়ে যাবে।
যাদব এই অনুভূতিকে মূর্ত করে তুলেছেন, ১৯৭৫ সালে তাঁর বাবা চিরকিত যাদব যে ঐতিহ্য শুরু করেছিলেন তা বহন করে।
বেশিরভাগ মসজিদ যখন লাউডস্পিকার ব্যবহার করে রমজানের সময় রোজা পালনকারী ‘রোজাদারদের’ জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিল, তখন শব্দদূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশনার ফলে ধর্মীয় স্থানগুলিতে তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

ফলে যাদবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
নিজের শুরুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করে যাদব বলেন, ছোটবেলায় তিনি কখনোই বুঝতে পারেননি কেন তার বাবা রাতে বাইরে বের হয়ে সেহরির জন্য লোকজনকে জাগিয়ে তুলতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই ঐতিহ্যের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে শুরু করেন।
তিনি বলেন, ‘এখন এসব করতে গিয়ে আমি দারুণ শান্তি পাই।
পেশায় দিনমজুর গুলাব যাদব বছরের বেশিরভাগ সময় দিল্লিতে কাজ করে কাটান। কিন্তু রমজান এলেই পরিবারের পাঁচ দশকের পুরনো প্রথা বজায় রাখতে গ্রামে ফিরে আসেন তিনি।
তিনি তার ছেলের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চান, ঠিক যেমন তার বাবা তার জন্য করেছিলেন। প্রতি রাতে, তিনি তরুণ অভিষেককে সাথে নিয়ে যান, তাকে তাদের পরিবারের পবিত্র ঐতিহ্যের গুরুত্ব শেখান।
তিনি বলেন, ‘আমি চাই আমার ছেলে আমার পরেও এটা চালিয়ে যাক, যেমনটা আমি আমার বাবার পরে করেছি।
বাবা মারা যাওয়ার পর যাদবের বড় ভাই কয়েক বছরের জন্য দায়িত্ব নেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর থেকে আমি দায়িত্ব নিয়েছি এবং আমি প্রতি রমজানে এই কাজের জন্য ফিরে আসতে থাকব।
যাদবের দায়বদ্ধতা নজর এড়ায়নি। তার প্রচেষ্টা গ্রামে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় এবং তার মুসলিম প্রতিবেশীরা তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করে।
তিনি বলেন, সেহরির জন্য মানুষকে জাগিয়ে তোলা একটি মহৎ কাজ। গুলাব ভাই নিশ্চিত করেন যেন কেউ পিছিয়ে না থাকে। ঘন্টা দুয়েক ঘুরে আবার ঘুরে দেখেন সবাই খেয়েছেন কিনা। এর চেয়ে পবিত্র আর কী হতে পারে?” যাদবের প্রতিবেশী শফিকের প্রশ্ন। তিনি মনে করেন, যেহেতু রমজান ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, তাই যাদব পবিত্র মাসে প্রতিবেশীদের উপবাস পালনে সহায়তা করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এমন এক সময়ে যখন ধর্মীয় স্থানগুলিতে লাউডস্পিকারের উপর সরকারি বিধিনিষেধগুলি সেহরির ঐতিহ্যগতভাবে ঘোষণার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। যাদবের ব্যক্তিগত স্পর্শ- দরজায় কড়া নাড়া, নাম ধরে ধরে সেহেরির সময় মুসলিম মহল্লায় ডেকে তোলা সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে বলে তার ধারণা।

জোট নয়, সংগঠনকে শক্তিশালী করার নির্দেশ প্রদেশ কংগ্রেসকে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দলের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর পরামর্শ দিল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাপতিত্বে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দিল্লিতে এআইসিসির সদর দফতরে বুধবার আয়োজিত ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন অধীর চৌধুরী, দীপা দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, মালদহের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অভিজিত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ পাঠক প্রমুখ। ওই বৈঠকে ছিলেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ও পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ গুলাম মীরও।

এই বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে যারা দলকে দুর্বল করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপরও জোর দেওয়া হয়। কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের মধ্যে শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এদিন রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ গুলাম মীর সাংবাদিকদের বলেন, বাংলার মানুষ চায় কংগ্রেস রাজ্যে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করুক, তাই আমরা রাস্তায় নেমে জনগণের কণ্ঠস্বর ও তাদের সমস্যাগুলি উত্থাপন করব।

প্রথম নজর

কাটোয়ায় জঙ্গিপুরের ফেরিওয়ালাকে বিক্রিতে বাধা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাটোয়া

আপনজন: কাটোয়া শুধু কাটোয়াবাসীদের জন্য ঠিক এমনই দাবি যেন উঠেছে বলে এক শ্রেণির তরফে দাবি উঠেছে । ঘটনা টি কাটোয়া কাছাড়ি রোড এর। বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের এক কাপড় বিক্রেতা রাস্তায় কাপড় বেচতে গেলে তাকে বাধা দেওয়া হয়। বাধাদানকারী পরিচয় সঠিক ভাবে পাওয়া যায় নি। ওই বিক্রেতা বাধ্য হয়ে সেখান থেকে সরে যান।এে ডিটিল সংবাদমাধ্যম এর পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে ভিডিও করতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। স্বল্প দূরে ছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার তালিবপুর, ভরতপুর, টেয়া সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ কাটোয়াতে বাজার করে থাকেন। ডাক্তার সহ বিভিন্ন কাজে সেখানে যান। ক্রেতা মুর্শিদাবাদ বা অন্য জেলার হলে যদি সমস্যা না থাকে তা হলে মুর্শিদাবাদ এর ব্যবসায়ী বা হকার হলে সমস্যা কি, সেই প্রশ্ন উঠছে। বাথাপ্রাপ্ত ফেরওিয়ালার অবিযোগ, সকল মানুষের অধিকার আছে কাজ করে খাওয়ার, তবে বাধা কেন? কি জন্য? তাই তিনি অসহায় বোধ করছেন বলে জানান।

সাইবার সচেতনতায় সাইকেল মিছিল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ ইসলামপুর পুলিশ জেলার। বুধবার সকালে তিস্তাপল্লীর মাঠ থেকে এক বিশাল সাইকেল র‍্যালির সূচনা করেন পুলিশ সুপার জবি থমাস। র‍্যালিটি ইসলামপুর, রামগঞ্জ, সুজালি হয়ে চোপড়া পর্যন্ত যাবে, যেখানে পথে পথে পথনাটিকার মাধ্যমে মানুষকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক করা হবে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সমাজকে নিরাপদ রাখতে পুলিশের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তথ্য কমিশনের দুই সদস্যের নাম চূড়ান্ত, আছেন ডিজির স্ত্রীও

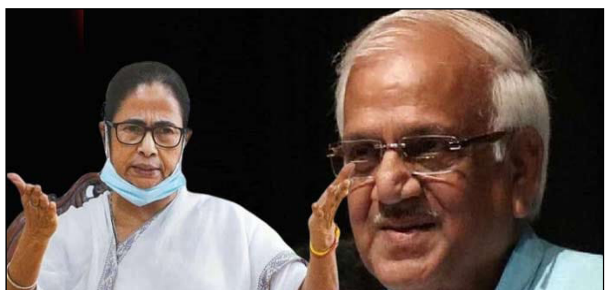

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশনের নতুন সদস্যর নাম বুধবার চূড়ান্ত হল। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদীয় মন্ত্রিসভার চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সদস্য মনোনয়নের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি আসেননি। বিরোধী দলনেতা উপস্থিত থাকা ওই বৈঠকে আটজনের তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন দুই সদস্য সঞ্চিতা কুমার ও মৃগাঙ্ক মাহাতো। প্রাক্তন আয়কর আধিকারিক সঞ্চিতা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী। অপরদিকে মৃগাঙ্ক ২০১৪ সালে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন । শাসক দলের প্রাক্তন সংসদের এই তথ্য কমিশনে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিরোধী শিবির প্রশ্ন তোলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। যদিও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি বর্তমানে মৃগাঙ্ক তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত নন। তাই সরকারি কমিটিতে তার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোন প্রশ্ন ধোপে টিকবে না। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনার পদে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি শ্রী বীরেন্দ্র। নতুন দুই সদস্য নিয়োগের ফলে কমিশনের কাঠামো আরো মজবুত হল বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। তবে বিরোধী দলনেতা ওই বৈঠকে না থাকার বিষয়টি নিয়ে শাসক দল যথেষ্ট সমালোচনয় মুখর হয়েছে। এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আর জি করের ঘটনা উল্লেখ করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন নির্যাতিতা বোন যতদিন না বিচার পাচ্ছে এবং অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছে ততদিন তিনি রাজ্যে পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে কোন সিটিং বা মিটিং এ যাবেন না। এর আগেও তথ্য কমিশনার নিয়োগের বৈঠকে বিরোধী দলনেতা বয়কট করেছিলেন। ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর তথ্য কমিশনার নিয়োগের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেই বৈঠকেও বিরোধী দলনেতা অংশগ্রহণ করেননি। তথ্য কমিশনার পদপ্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কমিটির সদস্যদের আগাম জানাতে হয় যা ওই ক্ষেত্রে মানা হয়নি বলে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন।
২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তথ্য কমিশনার নিয়োগের বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠকেও শুভেন্দু অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ওই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবৈধ বলে দাবি করেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল ওই নিয়োগের আগে সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে হয় যা রাজ্য সরকার মানেনি। এবারেও তথ্য কমিশনের নতুন দুই সদস্যের নাম চূড়ান্ত হওয়ার দিন বিধানসভার বৈঠকে অনুপস্থিত রইলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

উলুবেড়িয়ায় আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগদন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়া-২ অঞ্চলে আইএসএফ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ইনতাজুল ভান্ডারী-র হাত ধরে প্রায় ৬০০ জন ওই দলেরই কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।সকলের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি।এদিনের এই যোগদান প্রসঙ্গে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি জানান,’পঞ্চায়েত ভোটের সময় মনোমালিন্যর জন্য কিছু কর্মী সমর্থকেরা অন্য দলে চলে গিয়েছিলেন,তাঁরা ভুল বুঝতে পেরে আবার আমাদের দলে ফিরে

এসেছেন।আমরা ওনাদের দলে স্বাগত জানাই।বিধায়ক আরও জানান,”২৬-শের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে,ততই তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে”। এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল,ভাণ্ডারগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিপা বসু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্কুল উন্নয়নের ৫২ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক ঘেরাও, বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির পদে থাকা এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগসাজস করে স্কুল উন্নয়নের ৫২ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকেরা। এই অভিযোগকে সামনে রেখে গতকাল রাত পর্যন্ত স্কুলেই প্রধান শিক্ষককে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ গিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে। এদিকে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আস্বাস দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। টাকা আত্মসাতের ঘটনায় তৃণমূল যুব নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও।
ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার বিচারে বাঁকুড়া জেলার বড় স্কুল গুলির মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের মগরা হাইস্কুল।
এই স্কুলে বিভিন্ন বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা। এবার স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে থাকা ব্লকের তৃণমূল যুব নেতা বুদ্ধদেব শর্মার সঙ্গে যোগসাজস করে স্কুলের লক্ষ লক্ষ

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্রর বিরুদ্ধে। স্থানীয় অভিভাবকদের দাবী ২০১৯ সাল থেকে ধাপে ধাপে স্কুলের নতুন ক্লাসরুম তৈরী, সীমানা পাঁচিল তৈরী ও পুরানো ভবন সংস্কারের জন্য মোট ৫২ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে স্কুলটি। অভিভাবকদের অভিযোগ সেই টাকায় স্কুলের কোনো কাজ না করে পরিচালন সমিতির সঙ্গে যোগসাজস করে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাত করে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্র।
টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে স্কুলে গত তিনবছর ধরে অডিট না করানোর অভিযোগও তোলেন অভিভাবকেরা। এই অভিযোগ সামনে রেখে গতকাল বিকালে অভিভাবকেরা একত্রিত হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই টাকার হিসাব চাইতে যান। প্রধান শিক্ষক সেই হিসাব দেখাতে না পারায় বিকাল ৩ টা থেকে প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের সমস্ত শিক্ষককে ঘেরাও করে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকেরা। প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত এই বিক্ষোভের জেরে স্কুলেই আটকে থাকেন প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকেরা। ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকেরা। পরে প্রধান শিক্ষক অসুস্থ বোধ করায় অভিভাবকদের বুঝিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে অভিভাবকদের এই বিক্ষোভে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে নিজের মতো করে সাফাই দেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁর দাবী কোনো টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি। অনুদানের সমস্ত টাকাই স্কুলের ব্যাঙ্ক একাউন্টে রয়েছে। শারিরীক অসুস্থতা ও পারিবারিক সমস্যার কারনেই তিনি ওই টাকা খরচ করতে পারেননি। দ্রুত টেন্ডার করে ওই টাকায় কাজ শুরু করা হবে। বাঁকুড়ার জেলা স্কুল পরিদর্শকের দাবী ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় স্কুলটিকে ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল।
বারেবারে স্কুলকে সেই টাকা খরচ করার কথা বলা হলেও স্কুল সেই টাকা খরচ করেনি। সেই টাকা কোথায় আছে তা খতিয়ে দেখে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে এই ঘটনায় স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্বে থাকা বাঁকুড়া দু নম্বর ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি বুদ্ধদেব শর্মার নাম জড়ানোয় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দাবী অভিভাবকদের অভিযোগ সর্বৈব সত্য। অবিলম্বে ওই প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতিকে গ্রেফতার করার দাবী জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূল অবশ্য গোটা ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের চুরি ঘিরে শোরগোল পুরুলিয়ায়

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক বাসিন্দার বাড়ির দরজা ও আলমারি ভেঙে প্রায় ৬০ হাজার টাকা সহ কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল । বুধবার বেলার দিকে পরিবারের লোকজন এসে দেখেন দরজা ভাঙ্গা রয়েছে । এরপরই তাঁরা ভেতরে গিয়ে দেখেন আলমারি ভেঙে সব লুঠপাট করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া মফস্বল থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। খবর দেওয়া হয় বাড়ির মালিক যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার স্ত্রীকে । উল্লেখ্য, গত বছর মে মাসে এই গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়িতে ডাকাতি হয়।

বাড়িতে গিয়ে আরজি করের নিহত পড়ুয়ার বাবার হাতে ডেথ সার্টিফিকেট তুলে দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘ সাতমাস পর অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় নির্দোষ মেয়ের ডেথসার্টিফিকেট হাতে পেলেন অভয়ার মা-বাবা। এদিন দুপুরে স্বাস্থ্যভবন থেকে তাদের ই-মেল করা হয়। তারপর বুধবার সন্ধ্যেবেলায় স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং আরজি করের এমএসভিপি সোদপুরে তিলোত্তমার বাড়িতে গিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট তার বাবার হাতে দিয়ে আসেন। এতদিন ওই নথি অভয়ার বাবা মার হাতে ছিল না বলে তারা এই সংক্রান্ত অভিযোগ বারবার করে আসছিলেন। অভয়ার বাবার দাবি মামলাটি নতুন করে সুপ্রিম কোর্ট শোনার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়ায় তড়িঘড়ি তার হাতে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন স্বাস্থ্য সচিব। কেউ জানানো হয় মূল ডেড সার্টিফিকেট এর যে কপিটি সেটি এদিনকে অভয়ার বাবার হাতে তুলে দেয় স্বাস্থ্য ভবন। পরবর্তী সময়ে অন্য কপি দরকার হলে এমএসভিপি তা দেবেন। অভয়ার বাবা জানান, তাদের কাছে লিংক এসে গিয়েছে। প্রয়োজনে তারা প্রিন্ট আউট বের করে নিতে পারবেন। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ডেট সার্টিফিকেটের জন্য অভয়ার

পরিবার ঘোরাঘুরি করছিলেন। গত ৩১ শে জানুয়ারি অভয়ার বাবা লিখিতভাবে এই ডেথ সার্টিফিকেটের কথা জানিয়ে চিঠি দিলে কাকে স্বাস্থ্য ভবন বড় অফিস আরজি কর হাসপাতাল বারবার ঘোরানো হচ্ছিল। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য সচিব নিজেই বাড়িতে চলে আসেন ডেথ সার্টিফিকেট দিতে। অভয়ার বাবা বলেন, মেয়ের ডেথ সার্টিফিকেট এর জন্য একজন বাবার ঘোরাঘুরি যে কত কষ্টকর যে ঘরে সেই বোঝে। অবশেষে মেয়ের ডেথ সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান উনাদের ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ছিল। সেটা দিয়ে গেলাম। আর কোন কথা হয়নি। বুধবারি বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি করের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আমরা চাই আরজি করের মেয়েটি বিচার পাক। গত বছর ৯ অগাস্ট আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন অনশন এবং কর্মবিরতি কর্মসূচি চালিয়ে যায় জুনিয়র চিকিৎসকরা। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। তবে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন তাদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন তারা। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার শুনানি পুনরায় শোনার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে জেলা সিপিআইএম নেতৃত্ব

উস্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: অভাবের সংসার পরিবারের কথা মাথায় রেখে, কাজের সূত্রে মুম্বাই কাজে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদের ইমানদার সেখ নামে এক যুবকের।
জানা গিয়েছে হরিবাটি গ্রামের বাসিন্দা সানুয়ার সেখের ছেলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে মহারাষ্ট্রে মুম্বাই গিয়েছে গত ৯ই মার্চ সকালে কাজ করার সময় ট্যাঙ্কারে পরে মৃত্যু হয় ইমানদার সেখ নামে এক যুবকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার থেকে বড়ঞা এলাকায়।
অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আজ সকালে সিপিআইএম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা ও পরিযায়ী শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কামাল হোসেনসহ বড়ুয়ার সিপিএম নেতৃত্ব ছাত্র যুবরা পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করতে তার বাড়িতে আসেন এবং সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবার আশ্বাস দেন ।
এ বিষয়ে জামির মোল্লা বলেন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে কাজ নেই, তাই পরিবারে কথা মাথায় রেখে হাজার হাজার যুবক বাইরের রাজ্যে কিংবা দেশে পাড়ি দিচ্ছে আর এভাবেই বাইরে গিয়ে একাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, তাই আমাদের দাবি অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রকে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে সরকারের কাছে।

আগুন থেকে মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ পরিযায়ী শ্রমিক বাবা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইফতারির প্রাক মূহূর্তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য। সোমবার রাণীতলা থানার নারায়ণপুর গ্রামে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক অহিদুর রহমানের বাড়িতে আচমকাই বিদুৎ মিটার থেকে আগুনের ফুলকি বের হতে থাকে। মূহূর্তের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।
ওই বাড়িতে তিনটি পরিবারের বসবাস। বর্তমানে তিনটি পরিবারের ৯ জন সদস্য ওই বাড়িতে থাকতো। গত সোমবার চেন্নাই থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক অহিদুর রহমান।
মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো দু’লক্ষ টাকা সহ সবজি বিক্রির টাকা এবং সোনার গহনা ঘরের মধ্যেই রাখা ছিল। বুধবার বিকেলে শিশুকন্যা ফতেমা খাতুন কে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন অহিদুর। সে সময় আগুন লাগে বাড়িতে। সবাই বাইরে বের হলেও ওই শিশুটি ঘরে আটকে পড়ে। তাকে বাঁচাতে

আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাবা অহিদুর। নিজের শিশুকন্যাকে বের করে আনার সময় আগুনে গুরুতরভাবে দগ্ধ হন তিনি। পরবর্তীতে তাকে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। স্থানীয়রা দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। অভিযোগ, বারবার ফোন করা সত্ত্বেও লালবাগ দমকল ফোন তোলেনি।
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে ভগবানগোলা দুই ব্লকের বিডিও অনির্বাণ সাহু জানান, “একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েছি। প্রশাসনিকভাবে যথাসম্ভব পরিবারের পাশে থাকা হবে।” এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় নিজ উদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে চাল-ডাল সহ অতি প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেন আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সাহাবুদ্দিন শেখ। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সন্ধ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিরা বিবি। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ঈদে ব্যাপক চাহিদা, মগরাহাটের বেলাড়িয়া গ্রামে সিমুই, লাচ্চার কারখানায় এখন চরম ব্যস্ততা

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: সামনেই খুশির ঈদ। ঈদের এই উৎসবে চাই সিমুই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটের বেলাড়িয়ায় রয়েছে সিমুই তৈরির কারখানা। জেলা জুড়ে এবার ব্যাপক চাহিদা মগরাহাটের সিমুই আর লাচ্চার। চূড়ান্ত ব্যস্ততা তাই এখন কারখানায়।
চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগান দিতে প্রতিদিন সুস্বাদু স্বাদের কেজি কেজি কাঁচা ও ভাজা সিমুই, লাড্ডু আর লাচ্চা তৈরি করছেন কারিগররা। উপকরণ বলতে ময়দা, বিশুদ্ধ জল, তেল ও ডালডা। প্রথমে ময়দা মেখে যন্ত্রের জালিতে ফেলে কাঁচা সিমুই তৈরি করছেন কারখানার শ্রমিকরা। তারপর তেল ও ডালডায় ভাজা হচ্ছে সেই কাঁচা সিমুই। দক্ষ হাতের পাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে লাড্ডু ও লাচ্চা। এরপর প্যাকেটবন্দি হয়ে সেসব চলে যাচ্ছে নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর, রায়দিঘি, জয়নগর, ডায়মন্ডহারবার, আমতলা ও বারুইপুরের বাজারে।
এই সিমুই ও লাচ্চা তৈরির কারিগররা বেশিরভাগই আসেন

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে। এবছরও এসেছেন তাঁরা। ওই দক্ষ কারিগররা নাওয়া খাওয়া ভুলে নাগাড়ে কাজ করে চলেছেন মগরাহাটের সিমুই তৈরির কারখানাগুলিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, মগরাহাট, দেউলা এলাকা থেকেও এসেছেন শ্রমিকরা। সকলেই ব্যস্ত সিমুই তৈরিতে।
তিন-চার বছর ধরে সিমুই তৈরির কারখানায় কাজ করছেন আশিফুল হালদার। তিনি মূলত: তৈরি করছেন লাড্ডু। আশিফুল জানান, তাঁদের কারখানায় দিনে প্রায় ৫০০ কেজি লাড্ডু তৈরি হচ্ছে। আর এক কারিগর সোহন হালদার বলেন, তাঁদের এখন প্রচন্ড ব্যস্ততা। সকাল ৫ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের। কারণ এবছর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সিমুইয়ের। আর লাড্ডু বা লাচ্চার চাহিদা তো রয়েইছে।
মগরাহাটের সব কারখানাতেই একইভাবে তৈরি হচ্ছে মোটা সিমুই, সরু সিমুই, এক নম্বর ও দেড় নম্বর সিমুইয়ের মত প্রায় পাঁচ রকমের সিমুই, ছোট ও বড় আকারের লাচ্চা আর লাড্ডু। যদিও সেসব তৈরি হচ্ছে পাইকারি খদ্দেরদের অর্ডার অনুযায়ীই।
এমনই এক সিমুই কারখানার মালিক মহ: সাহাবুদ্দিন মোল্লা। তিনি জানান, ময়দা এবং তেল ও ডালডার দাম বেড়ে যাওয়ায় এবছর উৎপাদিত দ্রব্য কিলো প্রতি ১০-১২ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তাঁর কারখানায় তৈরি কাঁচা সিমুই প্রতি কিলো ৪৬ টাকা, ভাজা সিমুই কেজি প্রতি ৫৪ টাকা, লাচ্চা কেজিতে ১০৫-১১০ টাকা দরে দেদার বিকোচ্ছে।
চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগানের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে।
উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে এসেছেন এক কারিগর শিউপ্রসাদ। ওই কারিগর জানান, এবার উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁরা এসেছেন মোট ১২ জন। ঈদের দেড়-দু’মাস আগেই তাঁরা প্রতিবছরের মত এবছরও মগরাহাটে এসে হাজির হয়েছেন মরশুমী পাখির মত।
দক্ষ ওই কারিগর শিউপ্রসাদ জানান, অন্যসময় চাষবাস করেন তিনি। ঈদের আগে প্রতিবছরই ডাক পড়ে তাঁর। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই এবারও এসে হাজির হয়েছেন তিনি মগরাহাটের সিমুই কারখানায়।

স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জগৎবল্লভপুরের পাঁতিয়াল এলাকায় এক স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। মঙ্গলবার রাতে টিউশন পড়ে ফেরার পথে ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করে অশোক দলুই নামে যুবক। তাকে পুলিশ রাতেই গ্রেফতার করে। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে এর আগেও অভিযোগ ছিল জগৎবল্লভপুর থানায়। অভিযোগ, বাইকে করে এসে ওই ছাত্রীকে হাত ধরে টেনে বাইকে চাপানোর চেষ্টা করেছিল অশোক। ছাত্রীর চেঁচামেচিতে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর গাছের সঙ্গে বেঁধে উপস্থিত জনতা তাকে উত্তমমধ্যম দেয়। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে।

প্রথম নজর

আন্তর্জাতিক গণিত দিবসে মির্জাখানিকে স্মরণ করার দাবি ইরানের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের কিংবদন্তি নারী গণিতবিদ মরিয়ম মির্জাখানি। বেশ কয়েক বছর আগে অল্প বয়সে মারা যান গণিতে বিস্ময়কর প্রতীভার অধিকারী এই নারী। আন্তর্জাতিক গণিত দিবসে (আইডিএম) তাকে স্মরণ করার দাবি উঠেছে।
আন্তর্জাতিক গণিত দিবস বিশ্বব্যাপীই উদযাপন করা হয়। প্রতি বছর ১৪ মার্চ উপলক্ষে দেশের স্কুল, জাদুঘর, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য স্থানে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।
কিংবদন্তি ইরানি নারী গণিতবিদ মরিয়ম মির্জাখানি ২০১৭ সালে মারা যান।
ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের গণিতের বিশ্ব সভায় ইরানিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি মরিয়মের স্মরণে তার জন্মদিন ১২ মে গণিতে নারীদের উদযাপনের দিন হিসেবে মনোনীত করার প্রস্তাব করে। পরে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির্জাখানি তেহরানের শরিফ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে বিএসসি (১৯৯৯) ডিগ্রি লাভ করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে ‘কুৎসিত প্রাণী’ পেল বর্ষসেরা মাছের খেতাব

আপনজন ডেস্ক: নরম পিণ্ডাকৃতির চেহারার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত প্রাণী হিসেবে ডাকা হয় এই ব্লবফিশকে। সেই কুৎসিত চেহারার প্রাণীটিই এই সপ্তাহে নিউজিল্যান্ডের বছরের সেরা মাছ হিসেবে পুরস্কার জিতেছে। একটি পরিবেশগত গোষ্ঠী ব্লবফিশকে এই খেতাব দিয়েছে। মাউন্টেন টু সি কনজারভেশন ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, নিউজিল্যান্ডের মিঠাজল এবং সামুদ্রিক প্রাণীর প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি। এই বছর ব্লবফিশ পাঁচ হাজার ৫০০ এরও বেশি ভোটের মধ্যে প্রায় এক হাজার ৩০০ ভোট পেয়ে পুরস্কারটি জিতে নেয়।
মোলাস্ক ছাড়াও, ব্লবফিশ কাঁকড়া এবং গলদা চিংড়ির মতো মাছ পাশাপাশি সামুদ্রিক অর্চিনও খায়। কঙ্কাল এবং আঁশের পরিবর্তে, ব্লবফিশের একটি নরম শরীর এবং আঠালো ত্বক রয়েছে। নরম ও আঠালো মাছটি সমুদ্রের তলদেশে বাস করে এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ইঞ্চি (৩০ সেমি) পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এগুলো মূলত অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়ার উপকূলে পাওয়া যায়। সেখানে তারা দুই হাজার থেকে চার হাজার ফুট (৬০০-১২০০ মিটার) গভীরতায় বাস করে। যদিও ব্লবফিশটি তার বিকৃত আকৃতির জন্য পরিচিত, তবে গভীর সমুদ্রের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে এটি আসলে একটি সাধারণ মাছের মতো। উচ্চ জলচাপের কারণে মাছটির আকৃতি ঠিক থাকে। কিন্তু ধরা পড়লে এবং দ্রুত জলের পৃষ্ঠে আনা হলেই মাছটির আকৃতি বিকৃত হয়ে যায়, যা মাছটিকে বিশ্বের কুৎসিত প্রাণীদের মধ্যে একটি হওয়ার খ্যাতি এনে দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটির দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কমলা রংয়ের রাফি স্লাইমহেড পরিবারের একটি গভীর সমুদ্রের মাছ। মাছটি মাথার ওপর শ্লেষ্মাযুক্ত খালের জন্য বেশ পরিচিত। মাউন্টেনস টু সি কনজারভেশন ট্রাস্টের সহ-পরিচালক কিম জোন্স বলেন, এটি গভীর সমুদ্রে বসবাস করা দুটি প্রাণী নিয়ে ভোটাভুটির লড়াই ছিল। দুটি অদ্ভুত গভীর সমুদ্রের প্রাণী। তবে ব্লবফিশের এমন অদ্ভুত সৌন্দর্য ভোটারদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেছে।’ স্থানীয় রেডিও স্টেশনের কয়েকজন উপস্থাপকও ব্লবফিশের জন্য একটি আবেগপূর্ণ প্রচারণা শুরু করেছিলেন। এর আগ পর্যন্ত কমলা রংয়ের রাফি জয়ের পথে ছিল। স্থানীয় রেডিও নেটওয়ার্ক মোর এফএম-এর উপস্থাপক সারাহ গ্যান্ডি এবং পল ফ্লিন গত সপ্তাহে তাদের শো শ্রোতাদের শুনতে অনুরোধ করেছিলেন। সেখানে তারা ব্লবফিশের পক্ষে ভোট চান।

যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজায় বোমা হামলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে ইসরায়েলিরা

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজায় বোমা হামলার প্রতিবাদে ফুসে উঠেছে ইসরায়েলের সাধারন মানুষ। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরায়েলি জিম্মিদের জীবনের তোয়াক্কা না করায় তীব্র ক্ষোভ জানায় বিক্ষোভকারীরা। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) স্থানীয় সময় রাতে রাজধানী তেলআবিবের রাজপথে জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ। জিম্মিদের ছবি হাতে র‍্যালি নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হেডকোয়ার্টাসের কাছাকাছি অবস্থান নেয় তারা। এসময় নেতানিয়াহু বিরোধী স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা।
হামাসের সাথে চুক্তি করে যেকোনো মূল্যে বন্দি ইসরায়েলিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানান তারা। গত ১৯ জানুয়ারি, গাজায় প্রথম ধাপে ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। তখন ২৫ জন জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও হস্তান্তর করা হয় আটজনের মরদেহ।
ইসরায়েলি বন্দিদের বিনিময়ে ছাড়া পান প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনি বন্দি। এখনও হামাসের কাছে বন্দি ৫৯ ইসরায়েলি।

‘শুধুমাত্র আক্রমণের মুখেই আলোচনা চলবে এবং এটি কেবল শুরু’

আপনজন ডেস্ক: এক রাতেই ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরায়েলের চালানো হামলায় নিহত হয়েছেন চার শতাধিক মানুষ। আহত হয়েছেন আরো শত শত। ধসে পড়া ভবনের নিচে অনেক মানুষ আটকে আছেন।
এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করেছে।’ এক ভিডিও বিবৃতিতে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ‘শুধু আক্রমণের মুখেই আলোচনা চলবে এবং এটি কেবল শুরু।’
সেনাবাহিনীর দাবি অনুসারে, গাজায় হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলি বিমানগুলো ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে।’ হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই হামলায় ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং আরো শতাধিক আহত হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এই হামলা সবচেয়ে বেশি তীব্র। ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বহাল ছিল। কিন্তু ইসরায়েলি নতুন আক্রমণের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।
গতকাল মঙ্গলবার বেইত লাহিয়া, রাফাহ, নুসাইরাত এবং আল-মাওয়াসিতে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু হয়। ফলে গত জানুয়ারি থেকে গাজাবাসী যে আপেক্ষিক শান্তির অভিজ্ঞতা পেয়েছিল, তা ভেঙে গেছে এবং হাসপাতালগুলো আবারও লাশে উপচে পড়ছে , আহতরা এখানে-সেখানে পড়ে আছে। এদিকে আলোচনার মধ্যস্থতাকারী মিসর গাজায় হামলার নিন্দা জানিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তামিম খাল্লাফ বলেছেন, ‘বিমান হামলা যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি।’
জাবালিয়া আল-বালাদের বাসিন্দা হাইল বিবিসি আরবিকে বলেন, ‘আমি হতবাক হয়েছি যে যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা ইসরায়েলিদের কাছ থেকে এটিই আশা করি। একজন নাগরিক হিসেবে আমি ক্লান্ত। আমরা যথেষ্ট করেছি - দেড় বছর ধরে চলছে। যথেষ্ট হয়েছে!’
বিমান হামলায় হামাসের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে গাজার উপস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল মাহমুদ আবু ওয়াতফা এবং হামাসের সর্বোচ্চ পদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তাও রয়েছেন।
নেতানিয়াহু তার ভাষণে বলেন, গাজায় আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির জন্য ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছে। তিনি হামাসকে প্রতিবারই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অভিযোগ করেন।
মার্চের শুরুতে ইসরায়েলি জিম্মি এবং ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে বিনিময় হয়। প্রথম ধাপের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। চুক্তিতে তিনটি ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা ছয় সপ্তাহ আগে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল চুক্তির শর্তাবলী পরিবর্তন করতে প্রথম ধাপটি বাড়াতে চায় এবং তখন চুক্তিটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এর ফলে দ্বিতীয় ধাপ শুরু হতে বিলম্বিত হয়। এই ধাপ স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল এবং ইসরায়েলি সেনাদের গাজা থেকে প্রত্যাহার করা হতো। কিন্তু হামাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কাতার এবং মিসরীয় মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যস্থতায় চুক্তিতে এই প্রস্তাবিত পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করে, এটিকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করে হামাস। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েল তার সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা, হামাসমুক্ত করা এবং হামাস ইসরায়েলের জন্য হুমকি নয় তা নিশ্চিত করা।’ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামলা চালানোর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ইসরায়েল পরামর্শ করেছিল। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র ব্রায়ান হিউজ বলেছেন, ‘হামাস যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর জন্য জিম্মিদের মুক্তি দিতে পারত, কিন্তু পরিবর্তে তারা অস্বীকৃতি এবং যুদ্ধ বেছে নিয়েছিল।’ হামাস সতর্ক করে দিয়েছে, ‘ইসরায়েলের সহিংসতা পুনরায় শুরু করলে গাজায় আটক বাকি জীবিত জিম্মিদের ‘মৃত্যুদণ্ড’ দেওয়া হবে। হামলা সম্পর্কে বিবিসির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, দক্ষিণ গাজায় ফিলিস্তিনি ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা, সাবরিনা দাস বলেন, ‘এটি খুব আকস্মিক ছিল... সবাই ভেঙে পড়েছিল, কারণ জানতাম আবার যুদ্ধের শুরু।’ ডা. দাস বলেন, নাসার হাসপাতালে তার সহকর্মীরা সারা রাত জেগে চিকিৎসা করছিলেন। আবারও ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাকোত বিবিসি আরবিকে বলেন, ‘আক্রমণগুলো এতটাই আকস্মিক ছিল যে এই বিশাল হামলার ধাক্কা সামলাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা কর্মী ছিল না।
জিম্মিদের পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল ইসরায়েলি পার্লামেন্টের বাইরে বিক্ষোভ করছে। এই হামলার খবরে হামাসের হাতে এখনো বন্দি ইসরায়েলি জিম্মিদের কিছু পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

হোয়াইট হাউসের সামনে গাজার হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়াবহ হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ করেছে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনকারীরা।
তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মার্কিন অস্ত্র সহায়তা বন্ধের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেয় এবং গাজায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ট্রাম্প প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। ২০২৩ সালে গাজা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলের ভূখণ্ডে আকস্মিক হামলা চালালে ইসরায়েলও পাল্টা সামরিক অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ ১৫ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও ইরাকের মধ্যস্থতায় চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। তবে চুক্তির প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে জিম্মি বিনিময় ও সেনা প্রত্যাহার নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অচলাবস্থা তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের অনেকেই ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী কেফিয়েহ স্কার্ফ পরেছিলেন এবং তাদের হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ছিল, যেখানে লেখা ছিল– ‘ইসরায়েলে মার্কিন সহায়তা বন্ধ কর’, ‘স্বাধীন ফিলিস্তিন চাই’, ‘যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো বোমায় ফিলিস্তিনিরা মরছে’। তারা গাজা ও পশ্চিমতীরে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের অবসান চেয়েছেন।
এরই মধ্যে হামাস সম্প্রতি চারজন ইসরায়েলি দ্বৈত নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়, যাদের মধ্যে ইসরায়েলি সেনা সদস্য ইদান আলেক্সান্দারও ছিলেন। ইসরায়েল দাবি করেছে, হামাস ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের হত্যা করেছে, তবে হামাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
দ্বিতীয় দফা চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যেই গত সোমবার রাতে ইসরায়েল নতুন করে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে। এতে চার শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই হামলা কেবল শুরু এবং হামাসের সঙ্গে আলোচনা হবে যুদ্ধের ময়দানে। গাজায় চলমান সংঘাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের অবসানে আন্তর্জাতিক মহলের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি আরও জোরদার হচ্ছে।

ইসরাইলকে থামাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি হস্তক্ষেপ চায় সৌদি

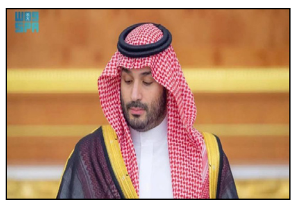

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর আগ্রাসন পুনরায় শুরু হওয়ার নিন্দা জানিয়েছে সৌদি মন্ত্রী পরিষদ। মঙ্গলবার জেদ্দায় ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি প্রেস এজেন্সিকে দেয়া এক বিবৃতিতে, গণমাধ্যমমন্ত্রী সালমান আল-দোসারি বলেন যে, মন্ত্রিসভা এই অপরাধ বন্ধ করতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মুখোমুখি মানবিক সংকটের অবসান ঘটাতে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বের উপর জোর দিয়েছে। সভার শুরুতে, ক্রাউন প্রিন্স রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথনের সময় অনুষ্ঠিত আলোচনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করেন। মন্ত্রিসভা আরব, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বশেষ উন্নয়ন পর্যালোচনা করে, এ বিষয়গুলিতে রাজ্যের দৃঢ় অবস্থান এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। আল-দোসারি বলেন যে, মন্ত্রিসভা আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে শান্তি আলোচনার সমাপ্তি এবং তাজিকিস্তান ও কিরগিজস্তানের মধ্যে সীমান্ত সীমানা নির্ধারণ চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য শুভকামনা জানানো হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভা সৌদি স্থাপত্য চরিত্র মানচিত্রের উদ্বোধনের প্রশংসা করেছে, যা ১৯টি স্থাপত্য শৈলী তুলে ধরে যা রাজ্যের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং নগর ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং নগর ভূদৃশ্যের উন্নয়নে অবদান রাখে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউএসএইড বন্ধের প্রচেষ্টা স্থগিতের নির্দেশ ফেডারেল বিচারকের

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টা ইলোন মাস্কের বেপরোয়া আচরণ থামিয়ে দেয়ার মত কঠোর একটি পদক্ষেপের আদেশ দিয়েছেন ম্যারিল্যান্ড স্টেটে অবস্থিত ফেডারেল আদালতের বিচারক থিউডোর ডি চুয়াং। মঙ্গলবার প্রদত্ত এ আদেশ অনুযায়ী ইউএসএইড বিলুপ্তি রোধ হলো এবং এই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইউএসএইড পুনর্বহাল হলো।
বিচারক আরও উল্লেখ করেছেন, সারাবিশ্বে মানবতার কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্রের বহু পুরনো একটি রেওয়াজকে ভেঙ্গে দেয়ার এমন উদ্যোগে সংবিধান লঙ্ঘনের মত আচরণও পরিলক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেসের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।
বিচারক থিউডোরের ডি চুয়াংয়ের আদেশটি ইলোন মাস্কের ক্ষমতা কিছুটা হলেও খর্ব হলো বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ফেডারেল প্রশাসনে ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় কর্মচারি ছাটাইয়ের মধ্যদিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্ণমেন্ট অ্যাফিসিয়েন্সি’কেও কড়া বার্তা দেয়া হলো।
ইউএসএইডকে বিলুপ্তির প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে তা পুনর্বহালের দাবিতে অজ্ঞাতনামা কিছু কর্মী আদালতে মামলা করেছেন।
এবং এমন আদেশের ফলে তারা বিজয়ী হলেন অন্তত: সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও। ইলোন মাস্কের এমন আচরণে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছিল বলেও মন্তব্য করেছেন উপরোক্ত বিচারক।

নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা রাজ্যে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১৯৯৬ সালে মেরি ‘মলি’ এলিয়টকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ৪৬ বছর বয়সী জেসি হফম্যানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। যা ১৫ বছরের বিরতির পর লুইসিয়ানায় প্রথম।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩মি.

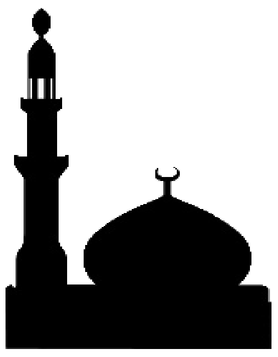

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৯	৫.৪০
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

আমি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্দি: মাহমুদ খলিল

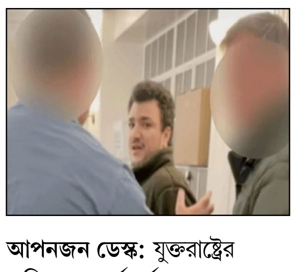

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্মকর্তাদের হাতে গ্রেফতার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহমুদ খলিল নিজেকে রাজনৈতিক বন্দী বলে দাবি করেছেন।
মার্কিন প্রশাসনের অভিবাসীদের এভাবে আটকে রাখার প্রক্রিয়াকে ইসরাইলের বিচারবহির্ভূত আটক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করেছেন এই ফিলিস্তিনি যুবক।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানার আটককেন্দ্র থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় জাতিসংঘের কর্মীরা হতাহত

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘ জানিয়েছে, বুধবার গাজায় তাদের একটি কম্পাউন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনায় তাদের এক কর্মী নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে এই ঘটনার সঠিক পরিস্থিতি এখনো স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি গাজায় হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটি ইসরায়েলের হামলার ফলে ঘটেছে এবং পাঁচজন গুরুতর আহত বিদেশি কর্মী হাসপাতালে পৌঁছেছেন। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দেইর আল-বালাহতে জাতিসংঘ কম্পাউন্ডে হামলা চালানোর কথা অস্বীকার করেছে। এর আগে দুই মাসের যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েল গাজায় লড়াই ফের শুরুর ঘোষণা দেয় এবং একের পর এক হামলায় ৪০০ জনের বেশি নিহত হয় বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, তারা ‘পূর্ণ শক্তিতে লড়াই ফের শুরু করেছে।’
প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘ জানিয়েছিল, তাদের দুজন কর্মী নিহত হয়েছেন। তবে পরে তারা স্পষ্ট করে জানায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাতিসংঘের কর্মী ছিলেন না।
জাতিসংঘের প্রকল্প সেবা অফিস জানায়, ‘নিরিবিলি’ এলাকায় অবস্থিত ওই ভবনে ‘বিস্ফোরক ফেলা বা ছোড়া হয়েছিল’। এই ঘটনায় ব্যবহৃত গোলাবারুদের ধরন বা প্রকৃতি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইউএনওপিএসের নির্বাহী পরিচালক জর্জ মোরেইরা দা সিলভা এটি ‘দুর্ঘটনা নয়’ উল্লেখ করে বলেন, ‘জাতিসংঘের কর্মী ও তাদের স্থাপনা সব পক্ষের জন্য সুরক্ষিত থাকা উচিত।’

পৃথিবীতে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ৫ জুন বোয়িং নির্মিত স্টারলাইনার রকেটে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন সুনিতা ও বুচ। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তারা মাত্র আট দিনের জায়গায় মিশনে প্রায় দীর্ঘ ৯ মাস অরবিটে অবস্থান করতে হয়। অবশেষে নাসার নভোচারী নিক হেইগ ও রুশ মহাকাশচারী আলেক্সান্দর গর্বুনভের সঙ্গে স্পেসএক্সের একটি ক্যাপসুলে চড়ে তারা পৃথিবীতে ফিরছেন মার্কিন নভোচারী বুচ উইলমোর ও সুনীতা উইলিয়ামস।
সব শঙ্কা কাটিয়ে তাদের স্পেসএক্স ক্যাপসুল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে।
এরপর খুলে যায় চারটি প্যারাসুট যা তাদের ফ্লোরিডা উপকূলে পৌঁছে দেয়। এরপর একটি পুনরুদ্ধার জাহাজ ক্যাপসুলটিকে পানি থেকে তুলে নেয়। ক্যাপসুলটি খোলার পরে বেরিয়ে আসেন মহাকাশচারীরা, তখন তারা বিস্মিত হয়ে হাত নাড়িয়েছিলেন। তাদের সহকর্মী ক্রু সদস্যরা তাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন।
নাসার বাণিজ্যিক ক্রু প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপক স্টিভ স্টিচ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ক্রুরা দুর্দান্ত কাজ করছে।’ এর ফলে মাত্র আট দিনের জন্য স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল, এমন একটি মিশন দীর্ঘ ৯ মাস পর সমাপ্তি হলো। নাসার মহাকাশ অপারেশন মিশন ডিরেক্টরেটের ডেপুটি অ্যাসোসিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জোয়েল মন্টালবানো বলেন, ‘ক্রু ৯-কে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া অসাধারণ একটি ঘটনা।’

আপনজন পাবলিকেশন প্রকাশিত
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

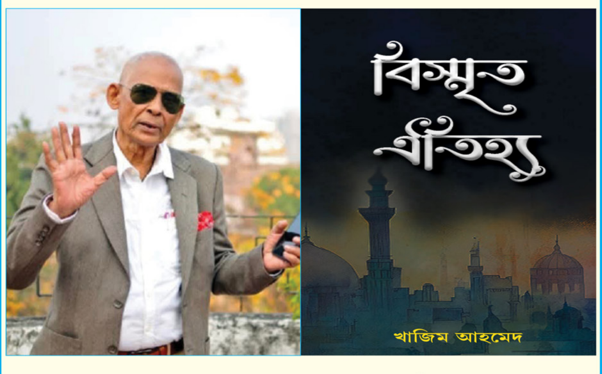

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
ফোন: ৯৬৪১৪১২১১৮

বহরমপুরে প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বাস বুক স্টল
স্টল নং: ২৩, বিমল সিনহা রোড, বহরমপুর
ফোন: ৯৮০০০০০০৪৯, ৯৪৭৪৩৫০২৩১

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা, ৫ চৈত্র ১৪৩১, ১৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

এ কি দায়!’

ভূরাজনীতির উত্তেজনায় কাঁপিতেছে সমগ্র বিশ্ব! ঈদুল ফিতরের পর ইসরাইলে ইরানের উপর্যুপরি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অনেকে সরাসরি তৃতীয় বিশ্বের সূত্রপাত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপাতত সেই শঙ্কা না থাকিলেও উত্তেজনা কমিয়া যাইবারও কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। করোনা মহামারির সময় বিশ্ববাসী দুই বত্সরেরও অধিককাল ধরিয়া এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তাহার পর শুরু হয় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ শেষ না হইলেও নূতন করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে গাজা যুদ্ধ বিশ্ববাসীকে করিয়া তুলিয়াছে আতঙ্কিত। মহামারি ও যুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই সবচাইতে মূল্য দিতে হইয়াছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সেই দুষ্টচক্রের এখনো অবসান হয় নাই। এই উভয় উত্তেজনায় গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। লোহিতসাগরে ইয়ামেনের হুতিদের আক্রমণে এখনো হুমকির মুখে বিশ্ববাণিজ্য। যুদ্ধের জেরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় সার্বিকভাবে বিশ্ব জুড়িয়া বাড়িয়া গিয়াছে মূল্যস্ফীতি। এমন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত। সম্মুখের দিনগুলি লইয়া এখনো শঙ্কা কাটিয়া যায় নাই। তবে ইহারই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধিশালী দেশ কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি বাংলাদেশ সফর করিয়া গেলেন। কাতার এমন একটি দেশ, যাহারা বিশ্ববাণিজ্য, ক্রীড়া প্রভৃতিতে সফলতার পাশাপাশি কূটনীতির ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে। এমন একটি দেশের শীর্ষনেতার বাংলাদেশ সফরে আমরা আশাবাদী। কাতারের আমির যেই সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমরা আশা করিতে পারি যে, বাংলাদেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। করোনার পূর্বে আমাদের সার্বিক অবস্থা ছিল আশাব্যঞ্জক। করোনা ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত আমাদের স্পর্শ না করিলে আমরা আজ বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম নিঃসন্দেহে। এখন আমাদের সকল প্রকার স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার কারণে আমাদের অর্থনীতিতে যেই ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য আরো সময় প্রয়োজন। তদুপরি, এই অবস্থার মধ্যেও বিশ্বের অর্ধশত দেশে এই বত্সর অনুষ্ঠিত হইতেছে সাধারণ নির্বাচন। সাধারণত জাতীয় নির্বাচনের কারণেও দেশে দেশে বৃদ্ধি পায় অস্থিরতা। এই জন্য অর্থনৈতিক উদ্বেগ এই বত্সরে আর কাটিবে বলিয়া মনে হয় না। নির্বাচনে যাহারা জিতিবেন তাহারা ভর্তুকি, করসুবিধা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, বাণিজ্য বাধা, বিনিয়োগ, ঋণ মওকুফ ও জ্বালানি রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ দেশের নূতন নীতি নির্ধারণ করিতে পারেন। বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এই সকল নীতির উপর নির্ভরশীল বহুলাংশে। উন্নত দেশগুলি যদি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অভিবাসনে আরো অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের পথে হাঁটে, তাহা হইলে অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলি পড়িবে বিপাকে। বিশ্ববাণিজ্য কমিয়া গেলে বিভিন্ন দেশের মানুষের আয়ও কমিয়া যাইবে। ইহাতে দুর্বল হইবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ১৯৩০ দশকের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে অস্থিরতা বিদ্যমান। তাহার উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক জোটের নানা সমীকরণে বাড়িতেছে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা।

ভূরাজনীতি ভূ-অর্থনীতিকে যেইভাবে প্রভাবিত করিতেছে তাহা চিন্তার বিষয় বটে। সরকারি-বেসরকারি খাতের জন্যও ইহা উদ্বেগজনক। ইহারই মধ্যে কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও অনিয়ম হ্রাস, সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসমাজে যথাসম্ভব শান্তি, স্বস্তি ও আশাবাদের বাণী ছড়াইয়া দিতে হইবে। কেননা হতাশা নহে, মানুষ বাঁচে আশায়। এই জন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন : আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়,/ তাই ভাবি মনে?/ জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,/ ফিরাব কেমনে?/ দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন,—/ তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!’-

•••••••••••••

বিজেপি-আরএসএসের ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন ইলন মাস্ক, ব্যবস্থাও নিতে পারছে না মোদি সরকার

এভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হতে হবে, বেইজ্জত হতে হবে, সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে তাঁদের বে-নকাব হতে হবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সম্ভবত তা কল্পনাও করতে পারেননি। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়ইবা কী, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও নেই। তাঁদের কাছে এ যেন ছায়ার সঙ্গে কুস্তি। লিখেছেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

এভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হতে হবে, বেইজ্জত হতে হবে, সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে তাঁদের বে-নকাব হতে হবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সম্ভবত তা কল্পনাও করতে পারেননি। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়ইবা কী, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও নেই। তাঁদের কাছে এ যেন ছায়ার সঙ্গে কুস্তি। ভারতের শাসককুলকে অপ্রত্যাশিত এই লড়াইয়ের মুখোমুখি করিয়েছে উন্নতমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর চ্যাটবট ‘গ্রোক ৩’। ইলন মাস্কের সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ ব্যবহারকারীরা যার মাধ্যমে নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন। যেকোনো বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে পারছেন। সেই উত্তর, ‘গ্রোক ৩’-এর দাবি অনুযায়ী, পুরোপুরি তথ্যনির্ভর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্ভর ভারতের রাজনীতি আচমকাই চনমনে হয়ে উঠেছে এই ‘গ্রোক ৩’-এর রকমারি উদ্‌ঘাটনে। বিরোধীরা হাতে পেয়েছেন নতুন অস্ত্র। এত দিন ধরে যে দাবি তাঁরা জানিয়ে আসছিলেন, যে অভিযোগ করে আসছিলেন, অথচ সরকার ও দলের প্রচারে যা অসাড় প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়েছে, ‘গ্রোক ৩’ আজ সে সবই সত্য বলে প্রকাশ করছে। আচম্বিত এই আঘাতে সরকার ও তার নিয়ন্ত্রকেরা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রশ্ন করা হয়েছিল-২০২৪ সালে নির্বাচনের আগে ‘অনুপ্রবেশকারী’ নিয়ে নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে। জবাবে গত ১৬ মার্চ ‘গ্রোক ৩’ সেই কথাই জানায়, যা বিরোধীরা বলে আসছেন। গ্রোক ৩-এর উত্তর, ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’ জাগাতে।

বিজেপির অন্দর মহলে দাবি উঠেছে, অবিলম্বে ‘গ্রোক ৩’ নিয়ন্ত্রণ করা হোক। কিন্তু, সেই দাবি মেনে সরকারের সক্রিয় হওয়াও সহজ নয়, যেহেতু সংস্থাটি মার্কিন ধনকুবের এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্কের।

‘এক্স’ ব্যবহারকারীরা কী ধরনের প্রশ্ন করছেন এবং ‘গ্রোক ৩’ তার উত্তরে কী জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজুড়ে সেই আলোচনা। যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল—২০২৪ সালে নির্বাচনের আগে ‘অনুপ্রবেশকারী’ নিয়ে নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে। জবাবে ১৬ মার্চ ‘গ্রোক ৩’ সেই কথাই জানায়, যা বিরোধীরা বলে আসছেন। গ্রোক ৩-এর উত্তর, ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’ জাগাতে।

এই ধরনের প্রশ্ন ও জবাব আসতে থাকায় বিজেপির ‘ভক্ত কুল’ রে রে করে উঠেছে। এআইয়ের কট্টর সমালোচনা করে সমস্বরে দাবি তোলা হয়েছে, এই ধরনের ভুয়া প্রচার বা ‘ফেক নিউজ’ নিষিদ্ধ করা হোক। ‘গ্রোক ৩’ যদিও জানায়, তারা যা কিছু জানাচ্ছে, তা পুরোপুরি তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। সাভারকরের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, ব্রিটিশদের কাছে সবচেয়ে বেশিবার কে ক্ষমা চেয়েছেন এবং কে তাদের কাছ থেকে মাসে ৬০ টাকা পেনশন নিতেন। জবাবে ‘গ্রোক ৩’ জানায়, ‘বিনায়ক দামোদর সাভারকর বন্দী থাকাকালে কারাগার থেকে মুক্তি পেতে ক্ষমা চেয়ে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। তিনিই ব্রিটিশদের কাছ থেকে মাসে ৬০ টাকা পেনশন পেতেন।

এত দিন ধরে যেসব বিষয় ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, যে সব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব কেউ পায়নি, বরং জানার আগ্রহ প্রকাশের জন্য আদালত শাস্তির বিধান দিয়েছেন, ‘গ্রোক ৩’ নির্দ্বিধায় সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

যেমন একজন জানতে চান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের ভূমিকা কী ছিল। উত্তরে বলা হয়, ‘গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে আরএসএসের ভূমিকা ন্যূনতম অথবা শূন্য ছিল। কারও কারও দাবি ভূমিকা ছিল। কিন্তু প্রমাণ দেখাচ্ছে তা অতি নগণ্য। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকতে পারেন। তবে সংগঠন হিসেবে নয়। ইতিহাস দেখাচ্ছে, আরএসএস ‘ভারত ছোড়ো’-এর মতো আন্দোলনে যোগ দেয়নি। আরএসএসের গতিবিধি ছিল সাংস্কৃতিক দিকে।’

হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের প্রবক্তা আরএসএসের বিনায়ক দামোদর সাভারকরের স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিত্র নিয়ে বিতর্ক অন্তহীন। বিজেপি তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে জাহির করে, কংগ্রেসসহ অন্য অনেক দল তা অসত্য দাবি করে আসছে। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ব্রিটিশদের কাছে তাঁর ‘ক্ষমা’ প্রার্থনা নিয়ে।

সাভারকরের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, ব্রিটিশদের কাছে সবচেয়ে বেশিবার কে ক্ষমা চেয়েছেন এবং কে তাদের কাছ থেকে মাসে ৬০ টাকা পেনশন নিতেন। জবাবে ‘গ্রোক ৩’ জানায়, ‘বিনায়ক দামোদর সাভারকর বন্দী থাকাকালে কারাগার থেকে মুক্তি পেতে ক্ষমা চেয়ে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। তিনিই ব্রিটিশদের কাছ থেকে মাসে ৬০ টাকা পেনশন পেতেন। কারণ, তিনি তাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই সত্যই সামনে আসে।’

একজন জানতে চান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের ভূমিকা কী ছিল। উত্তরে বলা হয়, ‘গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে আরএসএসের ভূমিকা ন্যূনতম অথবা শূন্য ছিল। কারও কারও দাবি ভূমিকা ছিল। কিন্তু প্রমাণ দেখাচ্ছে, তা অতি নগণ্য।

এই প্রশ্নের পিঠেই অন্য একজনের প্রশ্ন, মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু কি কখনো ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন? তাঁরাও কি পেনশন নিতেন? ‘গ্রোক ৩’ জানায়, তাঁরা কখনো ক্ষমা চাননি। ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখেননি। গান্ধীজিকে কারাগারে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার টাকা দিত। নেহরু ও অন্য কংগ্রেস নেতাদেরও। কিন্তু তা পেনশন ছিল না। এটাই ইতিহাস।

বিজেপির আইটি সেল বহুদিন প্রচার করেছে, সোনিয়া গান্ধী নাকি ‘বার ড্যান্সার’ ছিলেন। ‘গ্রোক ৩’ সেই প্রচারে কোনো সত্যতা খুঁজে পায়নি। যেমন পায়নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতারও। মোদি ও রাহুল গান্ধীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে ‘গ্রোক ৩’ জানিয়েছে, ‘মোদির ডিগ্রি নিয়ে অনেক বছর ধরে বিতর্ক চলছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১ সালে জানিয়েছিল, উনি বিএ পাস। ডিগ্রি আসল। কিন্তু রেকর্ডে গরমিল দেখা যায়।’

প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য ডিগ্রি থাকা আবশ্যিক নয়। কিন্তু শপথ নিয়ে মিথ্যা বলা যায় না। অন্য এক ‘এক্স’ ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, ‘তথ্য ও গবেষণা দেখাচ্ছে, উনি ডিগ্রি দেখাতে ভয় পান। বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড দেখায় না। বিচার চলছে। বিজেপি ওই দাবি সত্য বলে জাহির করে অথচ অন্যরা সন্দেহ করে। ২০২৫ সালেও বিষয়টি চর্চায় রয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টে গত ফেব্রুয়ারিতে মোদির ডিগ্রি সংক্রান্ত মামলায় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার যুক্তি, ১৯৭৮ সালে বিএ পাস ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর জনসাধারণকে দেখালে তা অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণ হবে। তাই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই তথ্য তৃতীয় কাউকে জানাতে অপারগ!

মোদি, বিজেপি ও আরএসএসের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও আছে। ‘গ্রোক ৩’-এর বক্তব্য অনুযায়ী, মোদি ভারতের সবচেয়ে বড় ‘সাম্প্রদায়িক’ নেতা। মোদি ও রাহুল গান্ধীর মধ্যে তুলনায় মোদি ‘সাম্প্রদায়িক’, রাহুল ‘সৎ’। কেন মোদি ‘সাম্প্রদায়িক’, তার ব্যাখ্যায় তারা গুজরাট দাঙ্গায় তাঁর ভূমিকা, মুসলমানদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলা, নানা হিন্দুত্ববাদী মন্তব্য ও রাজনীতির বিষয় টেনে এনেছে। কেন মোদি সৎ নন, তা বলতে গিয়ে ‘গ্রোক ৩’ জনসাধারণের ধারণা, ঘটনাপ্রবাহ ও স্বচ্ছতার প্রসঙ্গ টেনে ‘পিএম কেয়ার্স’ তহবিলের কথা উত্থাপন করেছে। মোদির সামাজিকমাধ্যমের অনুসারী প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছে, ‘এক্স’-এ মোদির অনুসারীর সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি। সেই দাবির ৬০ শতাংশ ভুয়া।

‘গ্রোক ৩’ অনুযায়ী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর হাভার্ডের ডিগ্রি আছে। ক্যামব্রিজ থেকে ‘এম ফিল’ করেছেন। মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা ‘অস্পষ্ট’। তাঁর দাবি, তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছেন। কিন্তু সেই দাবি ঘিরে অনেক সন্দেহ। অনেক প্রশ্ন। অনেক বিবাদ।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ‘গ্রোক ৩’ এ কথাও জানিয়েছে, জওহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালে দেশকে ১৯৬ কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করেছিলেন। সেটা ছিল তাঁর মোট সম্পত্তির ৯৮ শতাংশ। আজকের হিসেবে তার পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা!

সামাজিক মাধ্যমে ‘গ্রোক ৩’ নিয়ে চর্চার বহর দিন দিন বাড়লেও ভারতের বড় বড় দৈনিক তুলনায় নির্বিকার। কারণটি সহজবোধ্য। তবে রাজনীতিকেরা তাঁদের মতো করে বিষয়টি তুলে ধরছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য সাগরিকা ঘোষ গত রোববার ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমাকে তিষ্টোতে দিচ্ছে না। এত দিন ধরে ভক্ত কুল যা উগড়ে এসেছেন, ‘গ্রোক ৩’ তা দিনভর রাতভর সাবার করে চলেছে।’

ভারতের জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি ‘গ্রোক ৩’-এর এক মন্তব্য প্রসঙ্গে ‘এক্স’ এ লিখেছেন, ‘এত সত্যি বলতে নেই।’

মোদি ও রাহুল গান্ধীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে ‘গ্রোক ৩’ জানিয়েছে, ‘মোদির ডিগ্রি নিয়ে অনেক বছর ধরে বিতর্ক চলছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১ সালে জানিয়েছিল, উনি বিএ পাস। ডিগ্রি আসল। কিন্তু রেকর্ডে গরমিল দেখা যায়।তবে সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের আইটি সেলের নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রিনাতে। ‘এক্স’-এ সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘পিএমওতে জরুরি মিটিং তলব করা হয়েছে। তাতে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। চর্চার বিষয় ‘গ্রোক ৩’। তথ্যমন্ত্রী গ্রোক নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা খাড়া করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব, ইলন মাস্কের বাচ্চাদের ন্যানির সঙ্গে আলোচনা শুরু হোক। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কটাক্ষ, এটা স্টারলিংকে ভারতে ঢোকার অনুমতি দেওয়ার প্রতিদান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রোনোলজি বোঝান। বলেন, প্রথমে ট্রাম্প বেইজ্জত করলেন, এখন মাস্কের গ্রোক খেল দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ তো আমার ডিগ্রি, জুমলা, ইংরেজদের সঙ্গে আরএসএসের গাঁটছড়া বাঁধা—সব কিছু ফাঁস করে দিচ্ছে! একটা সময় বৈঠক শেষ হয়।’

সুপ্রিয়া আরও লিখেছেন, ‘বাইরে থাকা ভক্তরা বললেন, মোদিজি, আমরা কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যে বলেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না কোথা থেকে এসে গ্রোক আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মিডিয়ার কাছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ পৌঁছে গেছে। তাতে লেখা, এটা ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।’

সুপ্রিয়ার টুইটের শেষে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের ঢংয়ে ব্র্যাকেটে লিখেছেন, ‘এটা লেখকের কল্পনা।’ লড়াইটা বকলমে ইলন মাস্ক বনাম ভারত সরকার। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় সেটাই দেখার।

সৌ: প্র: আ:

শশী থারুর

ট্রাম্পের শুল্কনীতি কি ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, তাঁর পাল্টা শুল্ক আগামী ২ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, এতে তাঁরা ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ট্রাম্পের অস্থির নীতির কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। যদিও তিনি সম্প্রতি মেক্সিকো ও কানাডা থেকে আমদানি করা গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপর শুল্ক এক মাসের জন্য স্থগিত করেছেন এই যুক্তিতে যে এতে মার্কিন গাড়ি প্রস্তুতকারকেরা স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানোর সময় পাবেন; ভারতও একই ধরনের ছাড় পাবে বলে আশা করা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিল। ওই সফরের মধ্য দিয়ে একটি নতুন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ৯ মাসব্যাপী আলোচনা শুরু হয়, যা শরৎকালে শেষ হওয়ার কথা। তবে এই আলোচনা ট্রাম্পের আগামী মাসে কার্যকর হতে যাওয়া পাল্টা শুল্কের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

৪ মার্চ স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে ট্রাম্প ভারতকে প্রধান শুল্ক অপব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকায় এই নতুন শুল্কনীতির অর্থনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ২০২৪ সালে ভারত ৭৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির কারণে ভারত প্রতিবছর প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এর প্রভাব আরও গভীর হতে পারে। এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারত বর্তমানে মার্কিন পণ্যের ওপর গড়ে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর মাত্র ৩ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে। ট্রাম্প যদি সত্যিই পুরোপুরি পাল্টা শুল্কনীতি অনুসরণ করেন, তাহলে এই ব্যবধান মুছে যাবে এবং ভারতীয় রপ্তানিকারকদের যে ব্যয়সুবিধা রয়েছে, তা বিলীন হয়ে যাবে। এতে ভারতীয় পণ্যগুলোর প্রতিযোগিতামূলক মূল্য কমে যাবে, রপ্তানি আয় হ্রাস পাবে এবং শ্রমনির্ভর শিল্পগুলোতে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা তৈরি হবে।

বিশেষত রাসায়নিক, ধাতব, গয়না, গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, ওষুধশিল্প এবং খাদ্যপণ্য—এই খাতগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতি ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। ভারতকে হয় শুল্ক থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি করতে হবে, নয়তো দ্রুত বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে। ট্রাম্পের ঘোষিত ২৫ শতাংশ শুল্কহার ভারতীয় গাড়ির যন্ত্রাংশশিল্পের জন্য বড় ধাক্কা হবে। কারণ, ভারত এই খাতে একটি প্রধান উৎপাদক দেশ। তবে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা মেক্সিকো ও চীনের ব্যবসায়ীদের তুলনায় বেশি ঝুঁকির মধ্যে নেই। যদি এই শুল্কনীতি সব দেশের জন্য কার্যকর হয়, তাহলে সবার জন্যই খরচ বাড়বে এবং প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠবে।

ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি লুকিয়ে আছে মার্কিন গাড়িশিল্পের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনে। যুক্তরাষ্ট্রের গাড়িশিল্প বর্তমানে আমদানি করা যন্ত্রাংশের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যদি ট্রাম্পের শুল্কনীতি দেশীয় উৎপাদনকে উজ্জীবিত করে এবং আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়, তাহলে ভারতীয় সরবরাহকারীরা বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। তবে এই পরিবর্তন রাতারাতি হবে না; কারণ, মজুরি ব্যবধানের কারণে মার্কিন উৎপাদিত যন্ত্রাংশ ভারতীয় পণ্যের তুলনায় এখনো ব্যয়বহুল থাকার সম্ভাবনা বেশি।

বিশ্লেষকদের মতে, রপ্তানি কমে গেলে ভারতের বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মোদির সরকার ট্রাম্প প্রশাসনকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু আগাম ছাড় দিয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের ইউনিয়ন বাজেটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা বোরবন (হুইস্কিবিশেষ), ওয়াইন ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের ওপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এমনকি হার্লে-ডেভিডসন মোটরসাইকেলের দামও ভারতে কমানো হয়েছে, যা অতীতে ট্রাম্পের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল।

প্রশ্ন থেকে যায়, এই ছাড় কি ট্রাম্পকে শান্ত করতে যথেষ্ট হবে। যদি যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে আমদানি করা ওষুধের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক বসায়, তাহলে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে যাবে। বর্তমানে ভারতীয় ওষুধ কম দামে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা সম্ভব হয়; কারণ, উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম; কিন্তু শুল্ক বসানো হলে এই খরচ বাড়বে। ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর মূল্যের সুবিধা কমে যাবে।

এটি ভারতের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্য ভারতে রপ্তানি করে, তার প্রায় ৩১ শতাংশই ওষুধশিল্প থেকে আসে। অর্থাৎ ভারতের মোট রপ্তানির একটি বিশাল অংশ এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মেসিগুলোতে বিক্রীত সাধারণ ওষুধের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। যদি ট্রাম্পের শুল্কনীতি ভোক্তাদের জন্য ওষুধের দাম বাড়িয়ে দেয়, তাহলে মার্কিন কোম্পানিগুলো নিজ দেশে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন শুরু করতে পারে। এতে ভারতের সবচেয়ে লাভজনক রপ্তানি খাত ক্ষতির মুখে পড়বে।

আরও কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কি ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দেশের ওপর আরও বেশি শুল্ক আরোপ করবে। যদি ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা মার্কিন বাজার হারান, তাহলে তাঁরা কি বিকল্প ক্রেতা খুঁজে পাবেন?

শশী থারুর ভারতের কংগ্রেস পার্টির এমপি। তিনি টানা চতুর্থবারের মতো লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

কন্যাশ্রীর আবেদনপত্রের স্কুটিনি নিজেই করছেন মগরাহাটের বিডিও

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮ বছর হয়ে যাও মহিলারা ২৫ হাজার টাকা পাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের কন্যাশ্রী প্রকল্পে আবেদনকারী মহিলাদের আবেদন পত্র নিজের স্কুটি করেন মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তুহিন শুভ্র মহান্তি। বুধবার দুপুরে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আবেদন করা প্রায় শতাধিক মহিলাদের আবেদন পত্র নিজের হাতে স্কুটিনি করেন বিডিও।

এছাড়াও কন্যাশ্রী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আবেদনকারী মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিডিও। মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের বিডিওর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষজনেরা।

বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী ইফতার মজলিশ করলেন অশোকনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে হাবড়া-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় মাগুরখালীতে অনুষ্ঠিত হল ইফতার মজলিস। ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ-উর-জামান, অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার, অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্তামণি নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রতন কুমার দাস, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম, খোসদেলপুর হাই মাদ্রাসার বিশিষ্ট শিক্ষক সিয়ামত আলী, ইমাম সংগঠনের সম্পাদক সাইফুর রহমান প্রমুখ। এদিন ইফতার মজলিসে অশোকনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দল-মত নির্বিশেষে সকলেই উপস্থিত হন। ইফতারের প্রাক্কালে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ইসলাম সর্বদাই শান্তির কথা বলে, রোজা মানে আত্মশুদ্ধিকরণ, হিংসা, বিদ্বেষ এই সমস্ত অপকর্মের চরম বিরোধী ইসলাম।' বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

বসন্তের আনন্দে মাতল সুতির প্রাইমারি স্কুল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বসন্তের আনন্দে মেতে উঠল মুর্শিদাবাদের সুতির তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুল। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় একাধিক একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও নাচ-গান পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের মঞ্চ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবম এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সভাপতি দীপক কুমার দাস, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, ছাবঘাটি কেডি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৌশিক দাস, শিক্ষক গোলাম কাদের, শিক্ষক অমরজিৎ মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ কুমার দাস বলেন, সরকারি স্কুলের উদ্যোগে এত সুন্দর একটি আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বিভিন্ন একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও মঞ্চে অংশ নিয়েছে, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। শুরু হওয়া এই উৎসবে শিক্ষার্থীদের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্থানীয় মানুষজন উৎসবকে কেন্দ্র করে ভিড় জমান। আলোর ঝলকানি ও সুরের আবহে গোটা এলাকা এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলছে।

ঢালাই রাস্তার কাজ নিয়ে এলাকাবাসীদের সঙ্গে বচসা ঘিরে আক্রান্ত রাস্তার ঠিকাদার

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন. গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হলেন রাস্তার ঠিকাদার ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের মহাজন পাড়া এলাকায় একটি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ঢাকায় রাস্তার কাজ চলছিল সেই সময় কাজ দেখতে যায় ওই রাস্তার ঠিকাদার জহুরুল হক ওরফে। সাহেব,তখন ঠিকাদার কে ঘিরে রাস্তা সঠিক না হওয়ার কথা বললেন স্থানীয় রফিকুল ইসলাম ওরফে কালু তখনই দুই জনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি ঘটনায় মাথায় আঘাত পায় ঠিকাদার জহুরুল হক ওরফে সাহেব ঘটনায় স্থানীয়রা আহত ঠিকাদার কে উদ্ধার করে সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ব্যক্তিকে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন।যদিও ঘটনায় জলঙ্গী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রনের ছোটো ভাই সাবির আহাম্মেদ। স্থানীয়দের দাবি সামান্য বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্য কথা কাটাকাটি হতেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় যার কারণে ওই রাস্তার ঠিকাদার আক্রান্ত হয় বলে জানান।ঘটনায় ঠিকাদার সাহেব বলেন এলাকার কালু নামের এক ব্যক্তি আমার কাছে কাটমানি চাই সেই কাটমানির টাকা আমি দিতে না চাইলে আমার উপর চড়াও হয়ে মারধর করেন ঘটনায় আমার মাথায় কিসের যে বাড়ি লেগে মাথা ফেটে যায় বুঝতে পারিনি। সঠিক বিচার চাই বলেও জানান। যদিও অভিযুক্ত রফিকুল ইসলাম ওরফে কালুর দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছেন ঠিকাদার জহুরুল হক। আমাকেই আগে মারধর করেন। তার পর আমিও মারতে গেলে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে আহত হয় ওই ঠিকাদার। আর টাকা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না আমাদের নিজের এলাকার রাস্তা আমরা সকলে মিলে রাস্তার কাজ দেখে নিচ্ছিলাম।যদিও ঘটনায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাকিলা বেগম বলেন একটা সমস্যার কথা শুনেছি বিষয়টা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি ।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় জলঙ্গী থানার পুলিশ,পুলিশ পৌঁছিয়ে সরজমিনে তদন্ত শুরু করেছে ঘটনার।

মৃত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সাংসদ খলিলুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রাম ব্লকের রসুলপুর গ্রামের দুই পরিযায়ী শ্রমিক জিয়ারুল সেখ ও সারফুল সেখ এর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁদের পরিবার গভীর শোকে মুহ্যমান। এই কঠিন সময়ে শোকাহত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ালেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান। বুধবার তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোকাহত পরিবার প্রতি ২০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন রুপুষপুর গ্রামে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার খয়রাসোল ব্লকের রুপুষপুর গ্রামের ভূমিপুত্র অমর কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মদিন পালন করা হয় বুধবার স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। এদিন সকালে রুপুষপুর চুয়াগড় উত্তরন সমিতির প্রাঙ্গণ থেকে স্থানীয় এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হয়। রুপুষপুর গ্রামের বোলতলা নাট্য মন্দির প্রাঙ্গনে কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

অমর কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয় বক্তব্য, গান, কবিতার মাধ্যমে।

অমর কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা ১৩০৭ সালের ৭ই চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ই পৌষ ১৪৮৩ সালে মারা যান। উল্লেখ্য রুপুষপুর গ্রামের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী নাকড়াকোন্দা গ্রামে অপর সাহিত্যিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। খয়রাসোল ব্লক এলাকার মধ্যে দুই সাহিত্যিকের জন্মভূমি। সেই হিসেবে উনাদের নামানুসারে খয়রাসোলে অবস্থিত কলেজের নামকরণ করা হয় শৈলজানন্দ -ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন উদ্যোক্তাদের তরফে পার্থ ব্যানার্জি।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটন ক্যাম্পাসে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিউটন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো ইফতার মজলিস। বুধবার ওই মজলিসে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীরা ইফতারে শামিল হন। উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রফিকুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার ড. নুরুল হুদা গাজি, আইএএস শাকিল আহমেদ, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর, সিরাত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, প্রফেসর জাকির হোসেন, মাওলানা ওসমান কাসেমী, সাবির আহমেদ, আমানত ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক মোহম্মদ শাহ আলম প্রমুখ। ইফতারের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখার সময় রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ দিন আহমদ হাসান ইমরান আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাও তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে রমজানের গুরুত্ব ও আলিয়ার ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

ছবি: মীর আনিসুল আলম

দেওচা পাচামির কয়লা খনি নিয়ে বৈঠক হল বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সিএমডি, ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর আবেদনে দেওচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের মূল দিকগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে। সভায় প্রায় ৫০টি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম, রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার এবং ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বৈঠকে পুনর্বাসন, জমি অধিগ্রহণের কৌশল সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে উপস্থিত আধিকারিকরা প্রকৃত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেন এবং সমস্যা নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যাপারেও এ দিন আশ্বস্ত করা হয়।

নাবাবিয়ায় দুঃস্থদের সামগ্রী বিতরণ, মিনারেল ওয়াটার প্ল্যান্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খানাকুল

আপনজন: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বুধবার হুগলির নাবাবিয়া মিশনে আয়োজিত হলো এক বিশেষ খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এই মহতী উদ্যোগে কয়েক শতাধিক দুস্থ মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী ও বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী। নাবাবিয়া মিশন শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরাবরই সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা সামাজিক সংকট, নাবাবিয়া সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ কিংবা দুস্থদের খাদ্য সহায়তায় মিশনের অবদান প্রশংসনীয়।

এই বিশেষ দিনে পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকীর হাত ধরে নবাবিয়া মিশনের ছাত্রদের জন্য মিনারেল ওয়াটার প্ল্যান্টের শুভ উদ্বোধন হয়। শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উপস্থিত সকলে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই প্রকল্পের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, "রমজান শুধু সিয়াম সাধনার মাস নয়, এটি মানবসেবারও মাস। সমাজের অবহেলিত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত ইবাদত। নবাবিয়া মিশনের এই মহতী উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা রাখছি।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির গ্রামীণ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সেখ আরিফ আনোয়ার। তিনি বলেন, "নবাবিয়া মিশন শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করে চলেছে, যা সত্যিই অনুকরণীয়। মিশনের মানবিক উদ্যোগে পুলিশের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা থাকবে।" নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাহিদ আকবর বলেন, "মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সমাজের কল্যাণে ভবিষ্যতেও আমরা এভাবেই কাজ করে যাব। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে এবং দুস্থ মানুষের সহায়তায় মিশন আগামীতেও সক্রিয় থাকবে।" এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানটি এক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আবেগঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়। নাবাবিয়া মিশনের মানবিক উদ্যোগ সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলো।

বিরল রক্ত দান করে নবজাতকের প্রাণ বাঁচালেন সিভিক ভলান্টিয়ার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: প্রাণ বাঁচাতে নিজের (O-) নেগেটিভ রক্ত দিলেন গলসি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার সৌরভ চক্রবর্তী। তার এই মানবিক উদ্যোগে এলাকার বেশকিছু হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ জুড়ে প্রশংসার শুরু হয়েছে। বিরল রক্তের সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নবজাতকের পিতা সুকান্ত দিগের বাগদি। জানা গেছে, গলসি থানার শ্রীধরপুর গ্রামের বাসিন্দা সুকান্ত দিগের বাগদির স্ত্রী শকুন্তলা দিগের বাগদি সপ্তাহ খানেক আগে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। জন্মের পর থেকেই শিশুটির শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, সঙ্গে আরও কিছু জটিলতা শুরু হয়। চিকিৎসকেরা রক্তের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। তবে শিশুটির রক্তের গ্রুপ (O-) নেগেটিভ হওয়ায় রক্তের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয় তার পরিবারকে। হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও রক্তের ব্যবস্থা করতে না পেরে শেষমেষ গলসির সিভিক ভলান্টিয়ারদের ফোন করেন সুকান্ত। সিভিক ভলান্টিয়াররা রক্তের প্রয়োজনের বিষয়টি সিভিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানান এবং পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট করেন। এর পরই নিজের (O-) নেগেটিভ রক্ত দান করতে এগিয়ে আসেন গলসি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার সৌরভ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে এক ইউনিট রক্ত দান করেন। সৌরভের এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শিশুটির পরিবারের লোকেরা। পাশাপাশি স্থানীয়রাও তার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

ঢোলাহাটের মিশনে ইফতার মজলিশ

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটের কোঁছফল আল-আমিন মডেল মিশনের উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় ইফতার মজলিশ। ইফতার মজলিশে মিশনের সভাপতি ঢোলা হাট থানার কাজী নাসির উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে দীর্ঘায়িত আলোচনা করেন।বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের রজনীতে ইবাদতের মধ্যে কাটানো, সিয়াম পালন কারীকে তাকেওয়ার গুনে গুণান্বিত হওয়া, ইতেকাফ পালন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। নতুন এই মিশনের পথচলা শুরুর বছরে কচিকাঁচা ছাত্রদের নিকট এই ইফতার মজলিশ ঘিরে ছিল অতি আনন্দ ও উদ্দীপনা। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রইসুদ্দীন,মিশনের সম্পাদক কামারুজ্জামান মোল্লা, প্রধান শিক্ষক নুরুল হাসান, শিক্ষক আব্দুল ফাত্তাহ, শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বৈদ্য, হাবিবুল্লাহ মোল্লা, শিক্ষক আব্দুল আহাদ সহ মিশনের সকল ছাত্র , শিক্ষক ও পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ। ইফতার মজলিশ সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মিশনের সহ সভাপতি হাসিবুর রহমান। ইফতারের প্রাক্কালে মিশনের আরবি শিক্ষক হাফেজ সাহিল আক্তারের সঙ্গে ছাত্র শিক্ষকদের সম্মিলিত দোয়া করা হয়।

প্রথম নজর

স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম, হাসপাতালে প্রসূতিদের জন্য বিশ্রামাগারের সূচনা প্রবাসী ডাক্তারের

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: আমেরিকার লাস ভেগাসে ইউনিভার্সিটি অফ নিভাডা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও কার্ডিওলজি বিভাগের ডিরেক্টর প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসক মেমারির কৃতী সন্তান ডা. বুদ্ধদেব দাঁ-র আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় প্রতিনিধি সেখ সামসুদ্দিনের সহযোগিতায় মেমারি হাসপাতালে প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশ্রামাগার, টয়লেট ও মাতৃদুগ্ধ পান কর্ণার নির্মাণ করা হয়। মাথায় আচ্ছাদন, ফ্যান-লাইট, অ্যাকোয়াগার্ড সহ পানীয় জল, টয়লেট মাতৃদুগ্ধ পান কর্ণার সাজিয়ে তোলা হয়। সুসজ্বিত এই কর্মকাণ্ডের আজ উদ্বোধন করেন প্রবাসী চিকিৎসক ডাঃ বুদ্ধদেব দাঁ। উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ ডাঃ দেবাশীষ বালা, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, মেমারি অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের ওসি সঞ্জয় দত্ত, মেমারি ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও প্রথম পর্বে যক্ষ্মা রোগীদের ২০ জনকে খাদ্যদ্রব্য প্রদানের পর আবার দ্বিতীয় পর্বে আরও ২০ জনের দায়িত্ব নেন এই মহান হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ১ বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেন মেমারির গর্ব এই চিকিৎসক ডাঃ বুদ্ধদেব দাঁ। উল্লেখ্য তিনি কিছুদিন আগেই আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে একটি বড় হলঘর নির্মাণ করে উদ্বোধন করেন এবং তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন কক্ষটিকে স্মার্ট ক্লাসরুমে সাজিয়ে দেবেন। সেই কথা মত বিদ্যালয়ে ২০০ টি রাইটিং প্যাড সহ চেয়ার ১৫টি স্টেজের স্টিল চেয়ার ও তিনটি সুদৃশ্য টেবিল, স্ক্রিনসহ প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ইলেকট্রিফিকেশন ইত্যাদি কাজ করে স্মার্ট ক্লাসরুমটিকে সুসজ্জিত করেন। সেই কক্ষে বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ২০২৫ বর্ষে নবাগত ছাত্রদের বরণ অনুষ্ঠান করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বুদ্ধদেব দাঁ। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথির সঙ্গে প্রধান শিক্ষক কেশব কুমার ঘোষাল, সহকারী প্রধান শিক্ষক অশোক দাস, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার এবং আমেরিকা নিবাসী চিকিৎসকের প্রতিনিধি সেখ সামসুদ্দিন সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা, স্টাফবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা। পঙ্কজ কুমার দাঁ স্মৃতি মাল্টিপারপাস হলে প্রবেশের আগে বিদ্যালয়ে থাকা বিদ্যাসাগরের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন চিকিৎসক ও সভাপতি এবং স্মার্ট ক্লাসরুমে স্বর্গীয় পঙ্কজ কুমার দাঁ এর ছবিতে মাল্যদান করেন তার সুযোগ্য পুত্র ডাঃ বুদ্ধদেব দাঁ।

প্রকাশিত হল স্ফুলিঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা

নুরুল ইসলাম খান ● সোনারপুর

আপনজন: সম্প্রতি সোনারপুরে প্রকাশিত হয়েছে স্ফুলিঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা। স্মরণ করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । বর্ণময় পরিবেশে কবিতা প্রবন্ধ গল্প র সম্ভারে পত্রিকাটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি বৃন্দাবন দাস, গালিব ইসলাম, সুখেন্দু মজুমদার, সুভাষ আচার্য, শম্ভুনাথ মন্ডল, বিপদতারণ নস্কর সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
বাংলা ভাষাকে সরকারি কাজের ভাষা না করে তুলতে পারলে বাংলা ভাষার শক্তি দূর্বল হবে, পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এই মর্মে গভীর উদ্বেগ ফুটে ওঠেছে। লোকায়ত ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর মধ্যে বাংলা ভাষার শক্তি নিহিত বলে স্ফুলিঙ্গ সাহিত্য গোষ্ঠী মনে করে। এদিন পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে তন্দ্রা নস্করের আবৃত্তি শোতৃমন্ডলীকে চমৎকৃত করে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙান অমর একুশে ফেব্রুয়ারি .....পাঠ সভাকক্ষেকে সমৃদ্ধ করে। স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ অনুষ্ঠানে অনেক লিটলম্যাগাজিনের সম্পাদক কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এদের মধ্যে সুচেতনা, রা, আবাদ,তালপুকুর, সূর্যকিরণ উল্লেখ্য। বাংলা ভাষা শহিদ স্মরণে গান আবৃত্তি কবিতাপাঠ আড্ডা জমজমাট হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীপৎ সিং কলেজে কর্মশালা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শ্রীপৎ সিং কলেজে আত্মহত্যা প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল বুধবার। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডাঃ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ড. কমলকৃষ্ণ সরকার শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রক্তদান শিবির হিলি ব্লকে

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের তিওড় কিষান মান্ডিতেউজ্জীবন সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুদীপ দাস, অধ্যাপক ড. দুলাল বর্মন, অভিজিৎ সরকার, সুশান্ত দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, দেবাশীষ লাহা, তুষার কান্তি দত্ত প্রমুখ।

প্রধান শিক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণে মারার অভিযোগ স্কুল কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সিভিক ভলেন্টিয়াররা রয়েছে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি,আর এই সভাপতি বিরুদ্ধে উঠলো অভিযোগ প্রধান শিক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণে মারার করার অভিযোগ। স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার মর্জি মাফিক কাজ না করাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকক সহ স্কুলে ডাকা হয় এক বৈঠকে সেখানেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ওই প্রধান শিক্ষক স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা সিভিক ভলেন্টিয়ারের নামে লিখিত অভিযোগ করেছেন জেলা শিক্ষা দপ্তর, হবিবপুর থানা, জেলা পুলিশ সুপার এর কাছে অভিযোগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রধান শিক্ষকের ওঠা এই অভিযোগটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তাকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।
সিভিক সভাপতি বনাম প্রধান শিক্ষক দ্বন্দ্ব ঘিরে স্কুলের পঠন-পাঠনের পরিবেশ লাটে ওঠার জোগাড়। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে আইহো হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছেন সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় বর্মন স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি ওই পথ পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন কাজে তিনি জটিলতা তৈরি করে চলেছেন তাই তিনি চাইছেন স্কুল চলুক তার কথায়। অথচ হঠাৎ প্রয়োজনে তাকে স্কুলে পাওয়া যায় না। অভিযোগ প্রসঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় বর্মন বলেন প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মিশ্র নিজেই সব বিষয় জটিলতা সৃষ্টি করেন তিনি একক সিদ্ধান্তে কাজ করতে চান।
স্কুলের কারো সঙ্গে সহযোগিতা করেন না। আমি তার চালাকি ধরে ফেলেছি আমি সব ক্ষেত্রেই তার কাজে বাধা দিচ্ছি বলেই তিনি আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। এদিকে প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মিশ্র জানান উনি বিভিন্ন কাজে প্রথম থেকেই বাধা দিয়ে আসছেন স্কুলের প্রতিটা বৈঠকে সমস্যা তৈরি করেন সম্প্রতি স্কুলের একটি বৈঠকে সকালের সামনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছেন তার জেরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি আমরা চাই প্রশাসন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ করুক। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। উত্তর মালদার বিরোধী দলের নেতা প্রতাপ সিং জানান সিভিক ভলেন্টিয়ার তৃণমূল দল হিসেবে ওই স্কুলে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন নেতাদের নয় সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে তৃণমূল দল চালাচ্ছে।
বিরোধী দলের বক্তব্যে পাল্টা তৃণমূলের দাবি ইতিমধ্যেই অভিযোগ জেলা শিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে ও বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে জেলা শিক্ষা দপ্তর বিজেপি সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আসলে তারা আজ মানুষের জনসমর্থন পাচ্ছে না বলেই অন্যের ব্যর্থতা দেখে বেড়াচ্ছে।

রেলের তরফে সড়ক তৈরিতে নিম্ন মানের কাজের অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লোহাপুর

আপনজন: দীর্ঘ আন্দোলনের পর শেষ পর্যন্ত রাস্তার অনুমোদন হয়েছে ঠিকই। তাবলে কি নিম্ন মানের কাজ করে দায়িত্ব হাসিল করতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। সেই অভিযোগে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাস্থানীয়রা। যার জেরে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন রেল সংস্থার ঠিকাদার কর্মীরা। বীরভূম কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়ের প্রচেষ্টায় রেলের পাশ দিয়ে লোহাপুর বাজার থেকে মুর্শিদাবাদের মোড়গ্রাম পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তার অনুমোদন করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য সেই রাস্তার কাজও শুরু হয়েছে রেলের তরফে। অথচ সেই কাজের গুণগত মান একেবারে নিম্নমানের। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকা স্থানীয়রা। ইতি মধ্যেই সেই কাজ লোহাপুর বাজারের রেল গেট থেকে শুরু করে প্রায় এক কিলোমিটারের অধিক পিচের প্রলেপ দিয়ে রাস্তা নির্মানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সংস্থার ঠিকাদার কর্মীরা।
কিন্তু সেই কাজের গুণগত মান এতটাই নিম্নমানের যেখানে পাকা পিচের রাস্তা লাড্ডু মুড়ির মতো খুবলে খুবলে হাতের মুঠোয় উঠে যাচ্ছে। এমন নিম্ন মানের কাজ গত

সোমবার বিকেলে এলাকার পথ চলতি মানুষের নজরে পড়ে। তাদের হাতের আঁচড়েই পিস পিস হয়ে উঠে যাচ্ছে কালো পিচের পাকা রাস্তা। সেই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন মঙ্গলবার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে সংস্থার ঠিকাদার কর্মীরা কাজ বন্ধ করে পালিয়ে যান। পরে নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিপন সেখ সহ এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বরা ঘটনা স্থলে এসে রেল দপ্তরের নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে লাগাতার তারা বিক্ষোভ দেখান।
ফলে বুধবারের দিন সংস্থার ঠিকাদার কর্মীদের কাউকেই কাজের ধারে কাছে দেখা গেলো না।তাদের অভিযোগ গত ১ সপ্তাহ আগে লোহাপুর বাজার থেকে মোড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার উপর পিচের প্রলেপ দিয়ে রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে। অথচ ক'দিনের মধ্যেই নাকি সেই পিছের পাকা রাস্তায় হাতে আঁচড় দিলেই তা উঠে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রেলের বরাদ্দকৃত যে কাজ। সেই কাজ একেবারে নিম্নমানের বলে অভিযোগ। তা দেখে তাজ্জব এলাকাবাসী। লোহাপুর থেকে মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী মোড়গ্রাম পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তার জন্য বীরভূম কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় সেই রাস্তার অনুমোদন করে এনে দিয়েছেন।
স্থানীয়দের অভিযোগ রেল কর্তৃপক্ষের তরফে রাস্তাটির জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ একেবারে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে ক্ষোভ এলাকা স্থানীয়দের।

পুলিশের উদ্যোগে পথ সচেতনতা মগরাহাটে

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: পথ দুর্ঘটনা রুখতে সারা বছর পুলিশের উদ্যোগে "সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ" এর প্রচার করে গাড়ি চালকদের সচেতনতা বার্তা দিয়ে দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব অপরদিকে রোড ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ঘটনা অনেক কমানো যায়।
ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ গুরুত্ব সহকারে এই কাজটি পালন করে।। সুষ্ঠুভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানা এলাকায় চাকদাহাটে জেলায় আরও একটি সাব ট্রাফিক গার্ডের শুভ উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। এদিনের এই পথ সচেতনতায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা, ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ সভাপতি সেলিম লস্কর সহ স্থানীয় থানার আধিকারিকরা।

দুঃস্থ হিন্দু ও মুসলিমদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

হাসিবুর রহমান ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নারায়ণপুর অঞ্চলের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকশ মানুষের ঈদের খুশিকে ভাগ করে নিতে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হল মুসলমানদের সাথে সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদেরও।
নমিতা মিনতি সুমিতা সুনীল দীপক কাকুরা বলেন, আমরা আমাদের বড় উৎসব দুর্গাপুজোতেও বস্ত্র দিয়ে থাকেন আমরা সেই বস্ত্র পরিধান করি আমরা আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে তারাও গিয়ে হাজির হয় আমরা ঈদের দিনেও এই অঞ্চলের মুসলমানদের বাড়িতেও ঈদের খুশি ভাগ করে নেই। নারায়ণ পুর অঞ্চলের প্রধান সালাউদ্দিন সরদার ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে বলেন, আমার বাবা ও জীবিত থাকাকালীনে এই এলাকার মানুষের সঙ্গে এভাবেই খুশি ভাগ করে নিতেন ।
আমরা চাই সারা জীবন এভাবেই একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে থাকব এ দিল উপস্থিত ছিলেন সাইদুল শেখ বাবুলাল লস্কর সাইফুদ্দিন সরকার নিমাই মন্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও।

পুলিশ স্টিকার লাগানো বাইকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা আইনজীবীর উপর হামলা চালানোয় গর্ভপাত, গ্রেফতার যুবক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দোলের দিন বর্ধমান শহরের রামকৃষ্ণ রোড এলাকায় পুলিশের স্টিকার লাগানো বাইকে চড়ে এসে এক যুবকের বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা আইনজীবীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এই হামলার ফলে ওই আইনজীবীর গর্ভপাত হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তবে মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলনের পর মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ।
গ্রেফতার হওয়া যুবকের নাম রোহিত দাস (২৯)। তার বাড়ি শক্তিগর থানার অন্তর্গত জোতরাম গ্রামে। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় পুলিশ পরিচয় দিয়ে রোহিত ওই আইনজীবীকে বেধড়ক মারধর করে।
১৫ই মার্চ দোলের দিন, অন্তঃসত্ত্বা আইনজীবী তার স্বামী, দিদি এবং জামাইবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই রামকৃষ্ণ রোড এলাকায় পুলিশের স্টিকার লাগানো বাইকে থাকা দুই যুবক তাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়ি থেকে নেমে তারা প্রতিবাদ জানালে অভিযুক্ত যুবক পুলিশ পরিচয় দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। আইনজীবী পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত রোহিত দাস আইনজীবীর গলা চেপে ধরে

এবং গাড়ি থেকে নামিয়ে আঘাত করে। অভিযোগ, অভিযুক্ত যুবক অন্তঃসত্ত্বা আইনজীবীর পেটে লাথি মারে, যার ফলে তার গর্ভপাত হয়। এই ঘটনার পর আইনজীবী বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে গড়িমসি করে এবং পরে অভিযোগ নিলেও কোনও নথির কপি আইনজীবীকে দেয়নি। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে।
সংগঠনের সম্পাদক সদন তা বলেন, "একজন অন্তঃসত্ত্বা আইনজীবীর উপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে আমরা আন্দোলনে নামবো, যদি পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়।"
সাংবাদিক বৈঠকের পরই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর মধ্যেই মধ্যরাতে শক্তিগর থানার জোতরাম গ্রাম থেকে অভিযুক্ত রোহিত দাসকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার সকালে তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।
অভিযুক্তের গ্রেফতারের খবর পাওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তবে তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্যাতিতার ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
এই ঘটনার জেরে শহরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে আইনজীবী মহল, সকলেই অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মোস্তাক হোসেনের জীবন নিয়ে গ্রন্থ 'সাগর সেঁচা মুক্তো' প্রকাশ

আপনজন: বরেণ্য শিল্পপতি, সমাজকর্মী মোস্তাক হোসেনের জীবন কর্মের উপর রচিত - কবি ছড়াকার সাংবাদিক আজিজুল হকের গ্রন্থ 'সাগর সেঁচা মুক্তো 'গ্রন্থটি কলকাতায় মোড়ক উন্মোচন হয় মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন নতুন গতি সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, বাংলার রেনেসাঁর সম্পাদক আজিজুল হক, নূর নবি জমাদার প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পেল স্থায়ী উপাচার্য

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দীর্ঘ টানাপোড়ানোর পর প্রায় ১৫ মাস অতিক্রম হয়ে গেছে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলছিল কেন বিশ্বভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে না। আজকে সেই জল্পনা কল্পনার শেষ হল। কারণ আজকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ। আজ সরাসরি দিল্লি থেকে এসে শান্তিনিকেতনে পৌঁছান এবং প্রথমে ছাতিমতলায় পুষ্প অর্পণ করেন পরে বিশ্বভারতী আধিকারিকদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন ও বিশ্বভারতী পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি বিশ্বভারতী কর্মীদের মধ্যে খুশির হওয়া যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার জন্য। আজ প্রাথমিক ভাবে সাংবাদিকদের সামনে মুখোমুখি হন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা জানান সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চান। তিনি আরো জানান আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব আমি পালন করব।

স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টদের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: ন্যাশনাল স্মল সেভিংস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে'র উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গোবরডাঙ্গায়। আগামী ১৯ শে এপ্রিল হাওড়া শরৎ সদনে এই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এদিন একতরফা প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক আজিজ মন্ডল। এদিন সংগঠকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্র নাথ দাস, প্রকাশ ভারতী, সুতপা প্রধান, শ্রাবনি চৌধুরী, অরুপ কাহেলি, চামেলী বালা প্রমুখ। জেলা সম্মেলনে সংগঠকদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের তরফে আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। ৬০ বছর পর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও সরকারের সহায়তার জন্য দাবি ওঠে। জেলা সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক আজিজ মন্ডল বলেন, 'আজ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে নতুন জেলা কমিটি তৈরি হলো। এখন আমাদের লক্ষ্য আগামী রাজ্য সম্মেলন সফল করা।'

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মডেল প্রশ্ন দেরিতে!

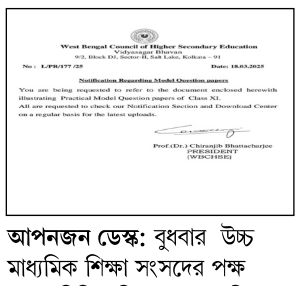
West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector-II, Salt Lake, Kolkata – 91

No : L/PR/177 /25 Date: 18.03.2025

Notification Regarding Model Question papers

You are being requested to refer to the document enclosed herewith illustrating Practical Model Question papers of Class XI.
All are requested to check our Notification Section and Download Center on a regular basis for the latest uploads.

Prof.(Dr.) Chiranjib Bhattacharjee
PRESIDENT
(WBCHSE)

আপনজন ডেস্ক: বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মডেল প্রশ্ন ওয়েবসাইটে আপলোড করল। কাউন্সিল সায়েন্স, কমার্স ও আর্টস বিভাগের মোট ১৭ টি সাবজেক্টের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মডেল প্রশ্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করল। বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ভূগোলসহ বিভিন্ন বিষয়ের মডেল প্রশ্ন অনেক দেরিতে বের করল বলে অভিযোগ শিক্ষক সংগঠন অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা
The Eco Palace
THE ADRESS OF YOUR DREAM RESIDENCE IN NEWTOWN
DEVELOPED BY NEXT GENERATION HOUSING PVT LTD.
DEVELOPED BY
next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED
10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE
Loan Facility Available
THE ECO PALACE
Amenities
• Club House • Green Zone
• AC GYM • Swimming Pool
• Kid's Play Area • Ladies Park
• Senior Citizen Park • Play Ground
• Departmental Store • Canteen
CONTACT US
8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211
Baligori, Near Unitech IT SEZ, Action Area II, Newtown, Kolkata-700156

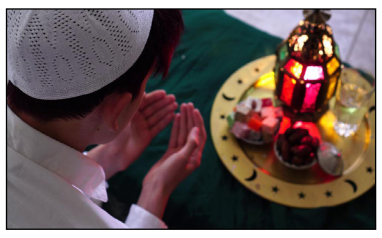

◆ নবীজির সিয়ামসাধনা কেমন ছিল

◆ রমজান মাসের ৩০টি বৈশিষ্ট্য

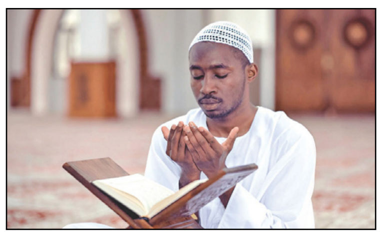

◆ ক্ষমা প্রার্থনার মাস রমজান

◆ রাসূল সা. যেভাবে ইতিকাফ করতেন

কুরআনের মাসে হোক কুরআনপ্রীতি

সাখাওয়াত হোসাইন

আল্লাহ তায়ালা রমযানকে যেসব বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো: রমযান মাস কুরআনের মাস। এ মাসে নাযিল হয়েছে বিশ্বমানবের হেদায়েত ও কল্যাণের একমাত্র বাণী, কালামুল্লাহ-কুরআন মাজীদ। তাই এ মাসের সাথে কুরআনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
আল্লাহ তায়া'লা রমজানের পরিচয় পবিত্র কুরআনে এভাবে দিয়েছেন : রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (আল বাকারা : ১৮৫)। রমযান এলেই মুমিন হৃদয় কুরআন প্রীতির এক অনুপমেয় মহক ছড়িয়ে পড়ে, কুরআনের সাথে এক অকৃত্রিম স্বর্গীয় সখ্যতা গড়ে উঠে। কুরআন তিলাওয়াতে, কুরআনের তাফসীর শ্রবণে সজীবতা ফিরে পায় তাঁর ঈমানী চেতনা। তারাবীহ, তাহাজ্জুদে কুরআনের এক প্রানবন্ত মূর্চনায় আন্দোলিত হয় তার দেহমন।
স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর ওপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে তাঁর স্বাভাবিক জীবনাচারে পরিবর্তন ঘটত। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল আ. অবতরণ করতেন। একজন আরেকজনকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। দ্বীপ্যমান সে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস রা.। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন। (সহীহ বুখারী : ৬)।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অবস্থাও এর ভিন্ন ছিল না। রমযান এলে তাঁরা তাদের তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বছরের অন্যান্য সময় যত দিনে কুরআন খতম করতেন, রমযানে তার চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করতেন। পাশাপাশি তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের আমল জারি রাখতেন। সালাফে সালেহীন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের জীবনীতেও এমনটাই চোখে পড়ে। মাহে রমযানে তারা সকলেই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে সালাফের জীবনী থেকে তিলাওয়াতের সেই জ্যোতির্ময় ধারাবাহিকতার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।
রমযান মাস এলেই ইমাম আবু হানীফা রাহ. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে যেতেন। স্বাভাবিক সময়ে তিনি প্রতিদিন এক খতম তিলাওয়াত করতেন। রমযানে প্রতিদিন দুই খতম তিলাওয়াত করতেন। এভাবে ঈদুল ফিতরের রাত ও দিনসহ মাহে রমযানে সর্বমোট ৬২ বার কুরআন খতম করতেন। যখন রমযানের শেষ দশক শুরু হত, তখন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ খুব কমই হত। (দ্র. আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৫৫, ৫৭; তারীখে বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৫)। ইমাম মালেক রাহ. রমযান মাসে হাদীসের দরস প্রদান থেকে এবং আহলে ইলমের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকতেন। কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। (দ্র. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজব হাম্বলী, পৃষ্ঠা ১৭১)।
তিনি প্রতি মাসে ৩০ বার কুরআন কারীম খতম করতেন। মাহে রমযানে ৬০ বার কুরআন খতম করতেন। দিনে এক খতম, রাতে এক খতম। তিনি যে শুধু তিলাওয়াত করে যেতেন, এমনটি নয়; বরং কখনো কখনো এমন হত, তিনি কিয়ামুল লাইলে দাঁড়িয়েছেন। তখন এমন একটি আয়াত সামনে এল, যেটা ফিকহের কোনো অধ্যায় সম্পর্কিত। তিনি সালাম ফিরিয়ে বাতি জ্বালাতেন

এবং সেটা নোট করে রাখতেন। এরপর আবার বাতি নিভিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। দেখা যেত, এক রাতেই কয়েকবার এমনটি ঘটত। (দ্র. আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, ইবনে আবি হাতেম, পৃ. ৭৪; মানাকিবুশ শাফেয়ী, বাইহাকী, খ. ১, পৃ. ২৪৪, ২৭৯)।
মাহে রমযানে তিনি বিভিন্নভাবে কুরআন খতম করতেন। রমযানের প্রথম রাতের সূচনা হলে, তাঁর শাগরিদরা তাঁর কাছে এসে জড়ো হত। তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। প্রতি রাকাতে ২০ আয়াত করে তিলাওয়াত করতেন। এভাবে একটি খতম পূর্ণ হত। আবার সাহরীর সময় তিনি কুরআনের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। এভাবে সাহরীর সময় প্রতি তিন রাতে একটি খতম হত। এছাড়াও দিনের বেলায় প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। ইফতারের সময় সেই খতম সমাপ্ত হত। তিনি বলতেন, প্রত্যেক খতমের সময়টা হচ্ছে দুআ কবুল হওয়ার সময়। (দ্র. শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, খ. ২, পৃ. ৪১৬)।
কুরআন তিলাওয়াতের জ্যোতির্ময় এই ধারাবাহিকতা এখানেই শেষ নয়! বরং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম, মুমিন মুসলমানদের মাঝেও এই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। এমনকি হিন্দুস্তানের নিকট অতীতের উলামায়ে কেরামের এর জীবনীতেও সচরাচর এমনটাই চোখে পড়ে। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রাহ.-এর আম্মাজান। তিনি হাফেযা ছিলেন। রমাযানের বাইরে তাঁর নিয়মিত আমল ছিল, দৈনিক এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করা। আর রমযানে তার দৈনিক আমল ছিল চল্লিশ পারা তিলাওয়াত করা। অর্থাৎ এক খতম করেও আরো দশ পারা তিলাওয়াত করতেন। এ তিলাওয়াতের পাশাপাশি কয়েকশ করে বিভিন্ন তাসবীহ আদায় করতেন। যা প্রায় সতের হাজারের কাছাকাছি হয়ে যেত। (আকাবির কা রমযান, যাকারিয়া রাহ., পৃষ্ঠা ৬৩)। কুরআন তিলাওয়াত নিছক পাঠ নয়। বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। কুরআন সুন্নাহে বিভিন্ন ভাবে তার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯)।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০)। উল্লেখ্য : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিফ লাম মিম উল্লেখ করেছেন, আর এগুলো এমন শব্দ যার অর্থ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। বুঝা গেল কেউ যদি অর্থ না বুঝেও তিলাওয়াত করে, তার জন্য রয়েছে অনেক সাওয়াব, অনেক ফায়দা। আর কেউ যদি বুঝে বুঝে, উপলব্ধি করে তিলাওয়াত করে, তাহলে তার কত সাওয়াব হবে সেটা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।
অপর এক হাদিসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮)। নবীজীর এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। বস্তুত পবিত্র মাহে রমযান কুরআন মাজীদের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা, এবং কুরআনের নূরে দেহমন স্নাত করার এক মোক্ষম সময়।
আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায় : মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (সূরা আনফাল : ০২)। তাই আমাদের উচিত কুরআনের মাসে কুরআনের সাথে এক অভেদ্য সূতীরেখা গড়ে তোলা। এবং বছরব্যাপী এই সেতুবন্ধন অটুট ও অক্ষুন্ন রাখা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআন প্রীতি দান করুন এবং রমজানের বরকত থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন

তাকওয়া অর্জন ও গুনাহ থেকে পরিত্রাণের মাস রমজান

হাফেজ আহসান জামিল

হে মুমিনগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্বসূরীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। এই পবিত্র আয়াতে মিন ক্ববলিকুম বাক্যটি পূর্বের সমস্ত শরীয়তে রোজা ফরজ ছিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। রোজা এমন একটি ইবাদত, যা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ফরজ করা হয়নি। বরং এটি পূর্ববর্তী শরীয়ত, পূর্ববর্তী উম্মতের ও নবীদের উপরও রোজা ছিল। হযরত আদম,হযরত মুসা, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগেও রোযা ছিল। কিন্ত ধরন ছিল ভিন্ন। আর তা এজন্য দিয়েছেন যাতে করে বান্দা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকওয়াবান হতে পারে। আর এই তাকওয়ার এতই গুরুত্ব যে তাকওয়া ছাড়া তিনি বান্দার আমলের দিকে তাকাবেন না। অর্থাৎ বান্দা নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে, কিন্তু এর পিছনে তাকওয়া ছিলনা।ছিল বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে দেখাবার চিন্তা। এজন্য তার কষ্ট করে হজ্জ করা, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, যাকাত দেয়া সব বিফলে যাবে। আর তাকওয়া থাকে, দিলে যা শরীরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আগেই আমাদেরকে বলেছেন, মানুষের শরীরের মধ্যে একটি গোস্ত পি-রয়েছে, যতক্ষণ তা ভালো থাকবে সমস্ত দেহ ভালো থাকবে। আর যখন তাতে পচন ধরবে সমস্ত দেহেই পচন ধরে যাবে। শুনে রাখ সেই গোশতের টুকরাই হচ্ছে ক্বলব। আর এই ক্বলবকে সুস্থ রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে রোজা। আর এজন্যই আমরা যেন আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারি তাই দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা দান করেছেন। আর আল্লাহ তাই বলেছেন তাক্বওয়া সম্পর্কে... আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা কুরবানীর জন্তুর গোশত ও রক্ত।
বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। একটি হাদীসে এসেছে : আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক অবয়ব বা ধন ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার দৃষ্টি তোমাদের অন্তরসমূহ আর আমলসমূহের উপর হয়ে থাকে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাকওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, মুক্তাকিরা শীতল ছায়া ও ঝরনা বিশিষ্ট উদ্যানে নিজেদের পছন্দ মত ফল-মুলের মাঝে থাকবে। আর তোমরা যে সমস্ত আমল করেছ, তাহার বদৌলতে পানাহার করো। এমনিভাবে আমি মুত্তাকীদেরকে প্রতিদান দেই। অন্যত্র ঘোষণা হয়েছে, নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা সফল। তাদের জন্য আছে বাগ বাগিচা এবং আঙ্গুর আর পরিচ্ছন্ন সমবয়সী এবং উপচাইয়া পড়ে এমন পানীয় পেয়ালা। তাহারা তথায় অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না। আর এই রমজান মাসই হলো তাকওয়া অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাস। কেননা রমজান মাসের প্রথম ভাগে আল্লাহর পক্ষ হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষনা করে বলেন, অথ্যাৎ হে নেকীর প্রত্যাশী অগ্রসর হও। এবং খুব নেকীর কাজ কর। আর হে পাপের অবিলাসি এখন থেকে বিরত থাকো। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। অর্থাৎ রমজানে বেহেশতের দরজা সমূহ খুলে যায়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। এবং শয়তানকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। রমজানের রোজার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রমজানে রোজা পালন করে, তাহার পূর্বের সমুদয় পাপ মার্জনা করা হয়।
রমজান আগমনের পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ মাস সম্পর্কে বলেন, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের শেষ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, হে লোক সকল তোমাদের নিকট উপস্থিত, একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতপূর্ণ মাস। এতে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে আল্লাহ সওম ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে একটি নেক কাজ করলো সে যেন অন্য কোন মাসে ফরজ কাজ করলো। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ আদায় করল। সে যেন অন্য কোন মাসে ৭০ টি ফরজ কাজ আদায় করল। এ মাস ধৈর্য্যের মাস। আর ধৈর্য্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। (মেশকাত)। সাওমের পুরস্কার ক্ষমা। (বুখারী -মুসলিমের) হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলন, যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমজানের সাওম আদায় করল, সে তার অতীতের গুনাহ সমূহ মাফ। করে নিল। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমজানে দীর্ঘ সালাত আদায় করল। সে অতীতের গুনাহ মাফ করে নিল (বুখারী)।
রোযা ও কুরআন একত্রে সুপারিশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম বলবে হে রব আমি এই ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি।আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আল কুরআন বলবে আমি এই ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। দুর্ভাগা রোজাদারদের সম্পর্কে হাদিসে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কত রোজাদার আছে যারা তাদের রোজার দ্বারা ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না। এমন কত নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় রাত জাঘরন কারি আছে, যারা শুধুমাত্র জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না।
কিছু মানুষ শুধু শুধু কষ্ট করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছাড়তে পারেনি তার খাবার ও পানীয় দ্রব্য বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)।
পাপের কাফফারা হবে নামায, রোযা ও যাকাত। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ তার পরিবার, সম্পদ এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ভুল ত্রুটি করে, তার সালাত সাওম এবং সদকা দ্বারা সেগুলোর কাফফারা হয়ে যায়। (বুখারী)। ইফতারে বিলম্ব না করার কথ হাদীসে এসেছে, হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন ভালো অবস্থায় থাকবে। (বুখারী)।

নবীজির সিয়ামসাধনা কেমন ছিল

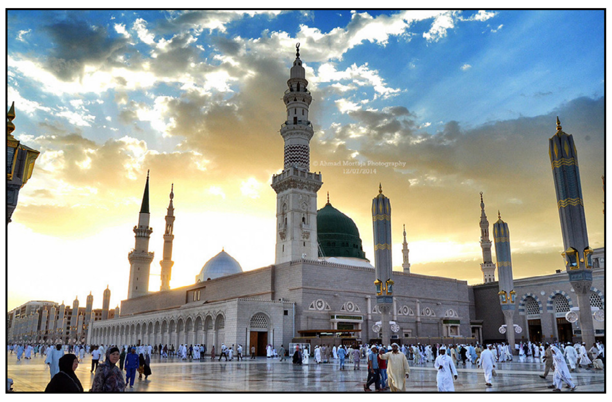

সেলিম হোসাইন

প্রার্থনায় সিক্তরসুল সা. রমজানের জন্য দুই মাস আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতেন। রজবের চাঁদ দেখে তিনি বারবার রমজান পর্যন্ত পৌঁছার দোয়া করতেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রজব মাস শুরু হলে রসুল সা. এই দোয়া পড়তেন 'আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি রাজাবিও ওয়া শা'বান। ওয়া বাল্লিগনা রমজান।' অর্থ 'হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসকে বরকতময় করে দিন। আর আমাদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দিন (নাসায়িএ)।' এভাবেই রজবের প্রতিটি দিন রমজানের প্রার্থনায় সিক্ত হতো রসুল ও সাহাবিদের নুরানি চোখগুলো। শাবান এলেই প্রতীক্ষার নদীতে জোয়ার আসত। হৃদয়ের প্রতীক্ষা যেন শেষ হয় না। তাই রমজানের প্রস্তুতির জন্য শাবান থেকেই নফল রোজা শুরু করতেন নবীজি সা.। হজরত আয়শা (রা.) বলেন, 'আমি রসুল সা.-কে শাবান মাস ছাড়া আর কোনো মাসেই এত বেশি নফল রোজা রাখতে দেখিনি (বুখারি)। তিনি সা. সাহাবিদেরও রোজার প্রস্তুতির জন্য উৎসাহ দিতেন। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল সা. কোনো একজনকে বলছিলেন, হে অমুকের পিতা! তুমি কি শাবান মাসের শেষদিকে রোজা রাখনি? তিনি বললেন, না। রসুল সা. বললেন, তাহলে তুমি রমজানের পরে দুটি রোজা পূর্ণ কর (বুখারি)।
রমজানের ঠিক আগে আগেই রসুল সা. রমজানের ফজিলত এবং বরকত সম্পর্কে সাহাবিদের জানিয়ে দিতেন। এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে একটি হাদিস উল্লেখ করছি। রসুল সা. বলেছেন, 'রমজান বরকতময় মাস। এ মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ মাসে এমন একটি মহিমান্বিত রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ (মুসলিম)।' বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় রসুল সা. চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতেন। হাদিসের বর্ণনা থেকে পাওয়া, কেউ এসে তাঁকে সংবাদ দিত তিনি তা ঘোষণা করার অনুমতি দিতেন। তিনি সা. ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখেই রোজা ছাড় (বুখারি)।
জাঁকজমকহীন অনাড়ম্বর রোজা পালন করতেন রসুল সা.। নবীজি সা.-এর সাহারি ও ইফতার ছিল সাধারণের চেয়েও সাধারণ। হজরত আনাস (রা.) বলেন, 'রসুল সা. কয়েকটি ভেজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। ভেজা খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। ভেজা কিংবা শুকনো খেজুর কোনোটাই না পেলে কয়েক ঢোক পানিই হতো তাঁর ইফতার।' (তিরমিজি।) রসুল সা. সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করতে পছন্দ করতেন। ইফতারে দেরি করা তিনি পছন্দ করতেন না। তেমনিভাবে রসুল সা.-এর সাহরিও ছিল খুব সাধারণ। তিনি সা. দেরি করে একেবারে শেষ সময়ে সাহরি খেতেন। সাহরিতে তিনি দুধ ও খেজুর পছন্দ করতেন। সাহরিতে সময় নিয়ে কঠোরতা করা তিনি সা. পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে সময়োপযোগী একটি হাদিস উল্লেখ না করলেই নয়। আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য, জলিলুল কদর সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল সা. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন আজান শুনে, আর এ সময় তার হাতে খাবারের পাত্র থাকে, সে যেন আজানের কারণে খাবার বন্ধ না করে, যতক্ষণ না সে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ না করে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মুয়াজ্জিন এ আজান দিতেন ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পরই (সুনানে আবু দাউদ, সাওম অধ্যায়, হাদিস নং ২৩৪২; মুসনাদে আহমাদ; ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৫১০, সনদ হাসান)।
অন্য সময়ের চেয়ে রমজানে রসুল সা.-এর ইবাদতের পরিমাণ বেড়ে যেত। বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সা. প্রবাহিত বাতাসের মতো দান করতেন। রমজানে রসুল সা. জিবরাইল (আ.)-কে কুরআন শুনাতেন। আবার জিবরাইল (আ.) হজরত সা.-কে কুরআন শুনাতেন। রমজানের রাতে তিনি সা. খুব কম সময় বিশ্রাম নিয়ে বাকি সময় নফল নামাজে কাটিয়ে দিতেন। নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে জানা যায়, রসুল সা. ততদিন সাহাবিদের নিয়ে তারাবিহ পড়েছেন। চতুর্থ দিন থেকে তিনি ঘরে আর সাহাবিরা বাইরে নিজেদের মতো নামাজ পড়ত। খলিফা ওমর (রা.)-এর সময় জামাতে তারাবিহ পড়ার প্রচলন হয়। আমাদের দেশে রমজান এলেই তারাবিহ নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। যা মোটেই কাম্য নয়। তারাবিহ সুন্নত নামাজ। আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হারাম। আমাদের সুবিধামতো আমরা নামাজ পড়ব, অসুবিধা থাকলে না পড়ব। কিন্তু সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করার অধিকার আমাদের কারও নেই। শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা রসুল সা.-এর নিয়মিত সুন্নাত ছিল। ইতিকাফে কদরের রাত তালাশ করাই মূল উদ্দেশ্য। দুঃখজনক হলেও সত্য! শেষ দশকে আমাদের মসজিদগুলো মুসল্লিশূন্য থাকে। রসুল সা. শাওয়ালের চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তেন। একাধিক দুর্বল হাদিস থেকে জানা যায়, শাওয়ালের প্রথম রাত খুবই বরকতময়।

রমজান মাসের ৩০টি বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ মর্তুজা

সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস পবিত্র মাহে রমজান। এ মাসে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য অফুরন্ত রহমত লাভের পথ উন্মুক্ত করে দেন। পাপমুক্ত হয়ে ঈমানদীপ্ত জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ দেন। নিম্নে পবিত্র এই মাসের ৩০টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

১. রমজানের রোজা শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩)।
২. এটি আল্লাহর দেওয়া একটি বিধান। (প্রাগুক্ত)।
৩. রোজা তাকওয়া বৃদ্ধি করে। (প্রাগুক্ত)।
৪. এই মাসে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৫)।
৫. এতে রয়েছে এমন এক রজনী, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (সুরা : কদর, আয়াত : ৩)।
৬. জান্নাতে রোজাদারদের জন্য রাইয়্যান নামে বিশেষ দরজা রয়েছে। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৬৫)।
৭. এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৬৪২)।
৮. জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। (প্রাগুক্ত)।
৯. শয়তানদের অবাধ্য দলগুলোর শৃঙ্খলিত করা হয়। (প্রাগুক্ত)।
১০. আদম সন্তানের সব আমল তার জন্য, কিন্তু রোজা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। (বুখারি, হাদিস : ৫৯২৭)।
১১. রোজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস : ৭৪৯২)।
১২. এটি শরীরের জন্য উপকারী এবং সুস্থতা বাড়ায়। (তাবরান)।
১৩. রোজা আত্মগঠন ও নৈতিক উন্নতি ঘটায়। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩)।
১৪. এটি সেই মাস, যখন সবচেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। (বুখারি, হাদিস : ৬)।
১৫. এ মাসে সবচেয়ে বেশি নফল ইবাদত করা হয়।
১৬. এ মাসে ফেরেশতারা বেশি অবতরণ করেন। (সুরা : কদর, আয়াত : ৪)।
১৭. মুসলিমরা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি দান-সদকা করে। (বুখারি, হাদিস : ৬)।
১৮. এটি গুনাহ মাফের মাস। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৬৪২)
১৯. আল্লাহ অসংখ্য রোজাদারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। (প্রাগুক্ত)।
২০. এই মাসে মানুষ পরস্পরের প্রতি বেশি দয়া ও সহমর্মিতা দেখায়।
২১. আল্লাহ এ মাসে নেকির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৩)।
২২. অন্যান্য মাসের তুলনায় মসজিদগুলো অধিক পরিপূর্ণ থাকে।
২৩. রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৬৪)।
২৪. সাহরির খাবার ও পানীয়তে রয়েছে বিশেষ বরকত। (বুখারি, হাদিস : ১৯২৩)।
২৫. মুসলিমদের মধ্যে পাপাচার কমে যায়, তাদের অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ থেকে অবসর নিয়ে ইতিকাফ করে। আমাদের নবীজি সা.-ও ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত প্রতিবছর ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৬)।
২৬. অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে নেক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
২৭. দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম সময় এটি। (বায়হাকি, হাদিস : ৬৬১৯)।
২৮. কিয়ামতের দিন রোজা রোজাদারদের জন্য সুপারিশ করবে। (বায়হাকি)।
২৯. রোজা রাখার মাধ্যমে বান্দার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।
৩০. এ মাসের শুরু হয় মুসলিমদের আনন্দে, আর শেষ হয় ঈদুল ফিতরের খুশিতে।

এককথায় রোজা ইবাদতের এক মহান প্রশিক্ষণ, যা আত্মসংযমের ঢালস্বরূপ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যেক মুমিনের উচিত রমজানের প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্ব দেওয়া।

রমজানের সংহতিতে রোজা রেখে ইফতার বিতরণ করছেন অমুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আরব আমিরাতে তৈরি হয় সামাজিক সংহতি ও ঐক্য। ইফতার ও সাহরি ঘিরে মুসলিম ও অমুসলিম সবার মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন। মুসলিমদের রোজার প্রতি সংহতি জানিয়ে উপবাস থাকেন অনেক অমুসলিম অভিবাসী। তাঁরা মুসলিমদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন এবং পারস্পরিক সহানুভূতিতে অংশ নেন। রমজান মাসের রোজাকে শিক্ষার্থীদের সংযোগ তৈরির একটি উপায় হিসেবে মনে করেন দুবাইয়ের ব্রিটিশ শিক্ষিকা সোফি মিড। তিনি বলেন, ‘স্কুলের সারাদিনের রোজা রাখাকে অনুধাবন করতে আমিও তাদরে সঙ্গে এ কাজে অংশ নেই। আমি সবসময় মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেই। ইফতারের সময় খেজুর, তাহিনির সঙ্গে খেজুর এবং এক কাপ কারাক চা আমার পছন্দের খাবার।’ রমজান মাসে শুধু রোজা রেখেই ক্ষান্ত হন না। বরং তিনি আবায়া বিশেষ পোশাক পরিধান করেন তিনি। সোফি মিড বলেন, ‘আমি সাধারণত শালীন পোশাক পরিধান করি। তবে রমজানে বিশেষভাবে সতর্ক থাকি। সৌদি আরবে সাড়ে তিন বছর থাকার ফলে আমার বেশ কিছু আবায়া সংগ্রহ হয়েছে। তাই রমজান মাসে এসব পরে আমি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।’ রমজানের বিভন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন আবুধাবিভিত্তিক একটি মার্কেটিং কম্পানির নির্বাহী ডেভিড থমসন। তিনি বলেন, আমি দুই বছর যাবত আমিরাতে বসবাস করছি। এই রমজান আমার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার মুসলিম বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে ইফতারে অংশগ্রহণ করি। এর মাধ্যমে আমি একসঙ্গে রোজার ভাঙার সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পাই। রমজানের শিক্ষা সম্পর্কে জানার পর থেকে আমিও খাওয়া, পান করা এমনকি প্রকাশ্যে ধূমপান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় আমি দুপুরের উন্মুক্ত স্থানে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকি। এ বছর ডেভিড সহকর্মীদের সঙ্গে খাবার বিতরণের আয়োজন করেছেন। ‘আমরা সবাই মিলে ইফতারের খাবার বিতরণের প্রস্তুত করেছি ও বিতরণ করেছি। সবাই মিলে রমজানের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াটা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী ছিল। সবাই মিলে রমজানের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াটা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী।’ দুবাইয়ে বসবাসরত ইতালিয়ান নাগরিক আদ্রিয়ানো ভি. জানান, মুসলিম বন্ধুদের প্রতি সংহতি জানাতে এই প্রথমবারের মতো রোজা রাখছেন। তিনি বলেন, ‘আমি ধৈর্যশীল হতে শিখেছি এবং বুঝতে পারছি, কম সৌভাগ্যবান মানুষের জীবন কেমন হতে পারে।’ তিনি জানান, প্রথমে রমজানে রাতের দিকে দোকান ও রেস্টুরেন্টগুলো দেরিতে খোলা থাকায় তার কৌতূহল জন্মেছিল। পরে ইসলামের রীতিনীতি সম্পর্কে জানার ইচ্ছে তৈরি হয় এবং প্রথমবারের মতো রোজা রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ‘এটি আমাকে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও জানার আগ্রহী করেছে। রমজানের শিক্ষা আমার চিন্তাধারাকে আরও বিস্তৃত করেছে।’

ক্ষমা প্রার্থনার মাস রমজান

মাহমুদুল হক

রমজান মাস তওবা ইস্তিগফারের মাস। রবের কাছে বান্দার ক্ষমাপ্রার্থনার মাস। এ মাসে প্রত্যেক বান্দার উচিত বেশি বেশি তওবা করা। তওবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। পরিভাষায় গুনাহের কাজ ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহমুখী হওয়াকে তওবা বলা হয়। আল্লাহর অনেক সিফাতি বা গুণবাচক নাম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি হলো গফুর ও গাফফার; যার অর্থ, মহা ক্ষমাশীল। বান্দা যতই অপরাধ করুক না কেন মহান আল্লাহর কাছে রয়েছে দয়া ও ক্ষমার অফুরন্ত ভান্ডার। কোনো পাপী বান্দা যখনই বিনয়ী হয়ে হৃদয়ের পুরোটা আবেগ উজাড় করে মাফ চায়, দয়াময় আল্লাহ যেকোনো সময় তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এমনকি শুধু মাফ করেই বসে থাকেন না, বরং তার প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণাও দেন। এ মর্মে আল্লাহ নিজেই বলেন, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমাপরায়ণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। সুরা হজ, আয়াত নং ৬০। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আরও ইরশাদ হয়েছে (হে নবী, আপনি) বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহতায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! সুরা জুমার, আয়াত নং ৫৩। বান্দাদের তওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন হে ইমানদাররা, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর; তবেই তোমরা নিঃসন্দেহে সফলতা লাভ করবে। সুরা নুর, আয়াত নং ৩১। ক্ষমা লাভ বা তওবা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি হয়, আল্লাহতায়ালা বান্দার তওবায় তার চেয়েও অনেক বেশি খুশি হন। সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৩০৯। এ ছাড়াও তওবা, ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার মুখাপেক্ষিতার স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হয়। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হয়। এ মর্মে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন। সুরা বাকারা, আয়াত নং ২২২। হাদিসে এসেছে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার করতেন। কারণ তওবা ও ইস্তিগফার মানুষের পাপাচার মিটিয়ে পবিত্র জীবন দান করে। পাপপঙ্কিলতা ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহতায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা দিনরাত যত গুনাহ করতে থাক, আমি তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেব। তোমরা ইস্তিগফার কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। সহিহ মুসলিম।

এ ছাড়া তওবা ও ইস্তিগফারের দ্বারা আল্লাহর দরবারে বান্দার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মর্যাদা বহুগুণ বাড়তে থাকে। সাধারণত প্রবৃত্তির তাড়নায় পড়ে বান্দা পাপাচার করে। বিপথগামী পথে নিজেকে পরিচালিত করে ও পূতপবিত্র আত্মাকে কলুষিত করে। তারপর বান্দা যখন নিজের ভুলত্রুটি বুঝে আল্লাহর দরবারে তওবা করে তখন মহান স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করে দেন। তার নূরের আলোতে বান্দার জীবনকে আলোকিত করে দেন। আর এ সুযোগ রমজান মাসেই বেশি আসে। অল্প নেক আমল করেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হাদিসে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে নেকির প্রত্যাশায় রমজানের রাতে ইবাদত-বন্দেগি করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, ‘রমজান মাসের প্রতিটি রাত ও দিনের বেলায় বহু মানুষকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। তাই রমজান মাসে বেশি বেশি তওবা ও ইস্তিগফার করে নিজের জীবনের সব ভুলত্রুটি মাফ করানোর অপার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এ সুযোগকে সবাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।

রাসূল সা. যেভাবে ইতিকাফ করতেন

বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো অবস্থান করা। পারিভাষিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে এবং ইবাদতে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় ‘আকিফ’ এবং ‘মুতাকিফ’। অর্থাৎ ইতিকাফকারী। (লিসানুল আরব, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৫)

শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ মানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করা।
(উমদাতুল কারি, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা : ১৪০)

ইতিকাফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনেও এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় খলিল ইবরাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাবা গৃহ নির্মাণের পর তাওয়াফ করতে এবং ইতিকাফকারী ও নামাজ আদায়কারীদের জন্য তা (আল্লাহর ঘর) পরিষ্কার রাখতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে হুকুম করি, তোমরা আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র করো, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা আদায় করবে।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৫)

মূলত রমজান মাস হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদতের বসন্তকাল এবং ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মৌসুম। যদিও এই মাস গুনাহগার ও নাফরমানদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুবর্ণ সুযোগের মাধ্যম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি নেক ও পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য রহমত, বরকত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফের মতো মহান ইবাদতের বিধান রেখেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি

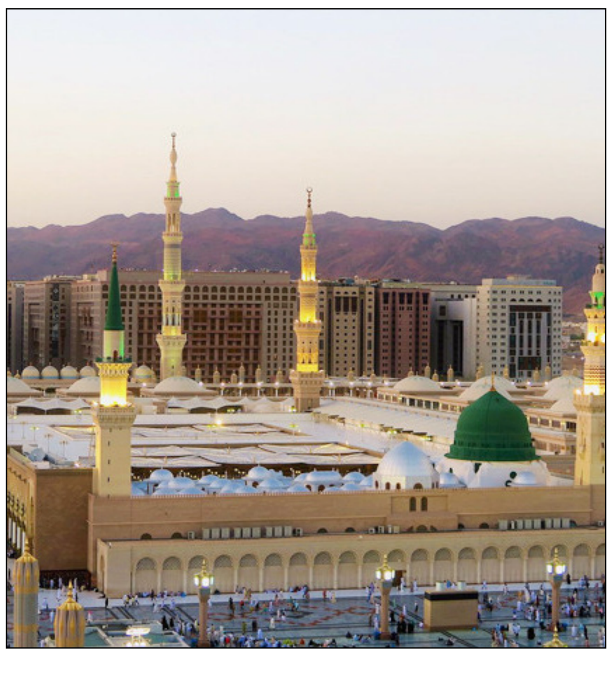

মহা উপহার।

যা পূর্ববর্তী নবী (আ.) থেকে সাহাবায়ে কিরামরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আমল করে এসেছেন।

শরিয়তে ইতিকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৩৬)

রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করা রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি স্বতন্ত্র সুন্নত এবং এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ সা. সর্বদা এর প্রতি যত্নবান ছিলেন। ইমাম জুহরি (রহ.) বলেন, অনেক আমল তো নবীজি সা. কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের আমলটি তিনি কখনোই ছেড়ে দেননি।

অথচ বড়ই আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হলো, এই মর্যাদাপূর্ণ আমলটির ব্যাপারে মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। (ফাতহুল বারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৫)

হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৫)

নবীপত্নীরাও নিজ নিজ ঘরে ইতিকাফ করতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীরাও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৬)

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. রমজানের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৭)

ওফাতের বছর মহানবী সা. ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতি রমজানে ১০ দিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৪৪)

এ ছাড়া ইতিকাফ হলো, আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আতা (রহ.) বলেন যে কোনো ব্যক্তি এসে কারো দরজায় কড়া নাড়ল এই বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে এখান থেকে এগোবে না। অনুরূপভাবে ইতিকাফকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে না। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯)

ইতিকাফের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, মসজিদে ইতিকাফ হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা ও চিত্তের নিষ্কলুষতা; চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা।

ফেরেশতাদের গুণাবলি অর্জন এবং লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সব ধরনের ইবাদতের সুযোগ লাভের সর্বোত্তম উপায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা. নিজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর পূতঃপবিত্র বিবিগণসহ সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এই সুন্নতের ওপর আমৃত্যু আমল করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৪২)

সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদুল হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদুল আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ। তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের স্থান হলো ঘরের নির্দিষ্ট কোনো পবিত্র স্থান। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রযোজ্য। নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ বর্তমান যুগ ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগ। মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল আশঙ্কা এবং অনৈতিকতা, অশ্লীলতারও আশঙ্কা আছে। তাই বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। (আল মাবসুত লিল সারাখসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৫)

জাকাত যাদের ওপর ফরজ

জাকাত স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক এমন মুসলিম নর-নারী আদায় করবে, যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে। তবে এর জন্য শর্ত হলো–

১. সম্পদের ওপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকতে হবে।
২. সম্পদ উৎপাদনক্ষম ও বর্ধনশীল হতে হবে।
৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে।
৪. সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই শুধু জাকাত ফরজ হবে।
৫. জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা শর্ত।
৬. কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই শুধু ওই সম্পদের ওপর জাকাত দিতে হবে।

জাকাতের নিসাব
ক. সোনা ৭.৫ তোলা=৯৫.৭৪৮ গ্রাম প্রায়।
খ. রুপা ৫২.৫ তোলা=৬৭০.২৪ গ্রাম প্রায়। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৩৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী : ২/৬৬৯)

দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ব্যাবসায়িক পণ্যের নিসাব নির্ধারণে সোনা-রুপা হলো পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে ফকির-মিসকিনদের জন্য যেটি বেশি লাভজনক হবে, সেটিকে পরিমাপক হিসেবে গ্রহণ করাই শরিয়তের নির্দেশ। তাই মুদ্রা ও পণ্যের বেলায় বর্তমানে রুপার নিসাবই পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে। তাই যার কাছে ৫২.৫ তোলা সমমূল্যের দেশি-বিদেশি মুদ্রা বা ব্যাবসায়িক পণ্য মজুদ থাকবে, তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যে সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ, তার ৪০ ভাগের এক ভাগ (২.৫০ শতাংশ) জাকাত দেওয়া ফরজ। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা বা হাজারে ২৫ টাকা হারে নগদ অর্থ কিংবা ওই পরিমাণ টাকার কাপড়চোপড় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিলেও জাকাত আদায় হবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৭২; তিরমিজি, হাদিস : ৬২৩)

রমজান ঐতিহ্য

রমজানজুড়ে নাইজেরিয়ায় কুরআন চর্চা

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

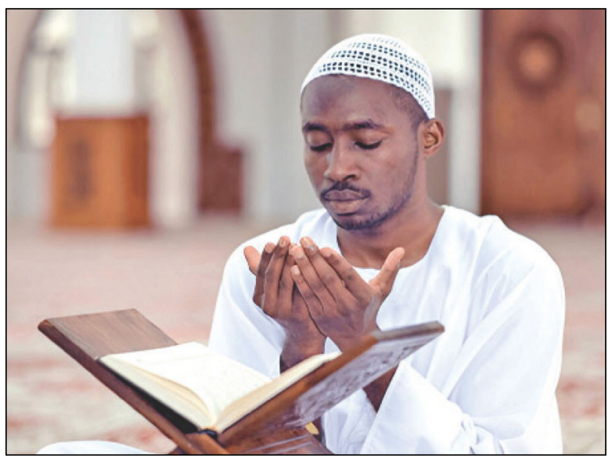

একজন সম্মানিত অতিথির মতোই উষ্ণ আন্তরিকতায় রমজানকে বরণ করা হয় নাইজেরিয়ায়। রমজানের চাঁদ ওঠার পর আনন্দ মাহফিল হয় সেখানে এবং পুণ্য ও বরকতের মাস রমজানকে স্বাগত জানিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে বের হয় আনন্দ মিছিল। মাহফিল ও মিছিলে বিশেষ ধর্মীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

নাইজেরিয়ান মুসলিম সমাজ রমজানের জন্য মানসিক ও বস্তুগত উভয়ভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে। রজব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে রমজানের প্রস্তুতি শুরু হয় নাইজেরিয়ায়। রমজানের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয় আমলের জন্যও। রমজানের পূর্বেই তারা দিনে রোজা ও রাতে তাহাজ্জুদের আমল শুরু করে। সর্বত্র অপার্থিব প্রশান্তি বিরাজ করে। রমজান নাইজেরিয়ানদের কাছে পুণ্য ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার মাস। রমজানে প্রত্যেকে আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের উৎসাহিত করে রমজানের ধর্মীয় পবিত্রতা, গাম্ভীর্য ও শিক্ষা মান্য করে চলতে। নাইজেরিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তারাবি আদায় করা হয়।

বেশির ভাগ মসজিদে আসরের পর নসিহত, কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের তাফসির হয়; কোথাও কোথাও হয় এশার নামাজের পর। ইফতারের সামান্য আগে নাইজেরিয়ান পরিবারগুলো পরস্পরে মধ্যে ইফতার বিনিময় করে। ইফতার আয়োজনে তারা ‘হুম’ ও ‘কোকো’ নামক পানীয় পছন্দ করে, যা গম ও চিনি দিয়ে তৈরি করা হয়। ইফতার আয়োজনে স্থানীয় ফলগুলো বেশ জনপ্রিয়। সামান্য ইফতার গ্রহণ করে তারা মাগরিবের নামাজ আদায় করতে যায়।

নামাজ শেষে রাতের খাবার গ্রহণ করে। এ সময়ের আয়োজনে থাকে গোশত, ভাত ও আলু। খাবার শেষে তারা চা পান করে। এ ছাড়া ভুট্টার আটায় তৈরি রুটি, ডিম ভাজা, কলা ইত্যাদিও ইফতারে সময় খেয়ে থাকে সে দেশের মুসলিমরা। নাইজেরিয়ান মুসলিমদের আরেকটি ইফতার সংস্কৃতি হলো, প্রতিবেশী কয়েক ঘরের লোক কোনো বাড়ির আঙ্গিনায় একত্র হয়ে ইফতার করা। এ ছাড়া তাদের কাছে রমজানে ‘আসিদাহ’, ‘দাউয়্যাহ’, ‘উনজুঝি’ ও ‘লুবিয়া’ নামের খাবারগুলো বেশ জনপ্রিয়।

তারাবির নামাজ আদায় করতে পুরুষরা মসজিদে যায় এবং শিশুরা ঘরে আলাদা জামাত করে।

তারাবির নামাজ শেষ করে তারা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এটি নাইজেরিয়ান সমাজের সৌন্দর্য। মহিলারা রমজানে হরেক রকম খাবার তৈরি করে। আর যারা ধর্মীয় জ্ঞান রাখে তারা মেয়েদের ইসলামী আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। আবার কোনো কোনো পুরুষ স্ত্রীদের তাদের সঙ্গে মসজিদে নিয়ে যায়। রমজানের শেষাংশে জাকাত ও ফিতরা আদায় করে। নাইজেরিয়ার মুসলিমরা খোলা প্রাঙ্গণে ঈদের নামাজ পড়তে পছন্দ করে।

নাইজেরিয়া একটি মিশ্র ধর্মবিশ্বাসের দেশ। এখানে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বসবাস করে। নাইজেরিয়ার মুসলিমরা তাদেরকেও রমজান আয়োজনে সংযুক্ত করে, বিশেষ করে রমজান মাসে যেসব জনসেবামূলক কাজ করা হয়, তাতে ধর্মের ভিন্নতা বিবেচনা করা হয় না। ইফতার আয়োজনেও ডাকা হয় অমুসলিম প্রতিবেশীদের। মূলত নাইজেরিয়ার মুসলিমরা রমজানকে ধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনেরও একটি মাধ্যম মনে করে।

সূত্র : আফ্রিকা নিউজ ডটকম, হাওজা নিউজ ডটকম

মালদ্বীপকে হারিয়ে হামজার বাংলাদেশকে বার্তা দিয়ে রাখল ছেত্রীর ভারত

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার আগে জয়ে ফিরেছে ভারত ফুটবল দল। আজ শিলংয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩–০ গোলে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ের আগে এক বছরের বেশি সময় ভারত কোনো ম্যাচ জেতেনি।
আগামী ২৫ মার্চ শিলংয়ের একই মাঠে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের খেলায় বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত। ম্যাচটি খেলার জন্য আগামীকাল ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ দলের।
ভারতের জন্য মালদ্বীপের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতির মতো। আবার এই ম্যাচ দিয়েই অবসর ভেঙে ফের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছেন সুনীল ছেত্রী। ৪০ বছর বয়সী এই ফুটবলার জাতীয় দলে ফেরার ম্যাচে গোলও করেছেন।
ম্যাচে ভারতের প্রথম গোল করেন রাহুল ভেকে। কর্নার থেকে আসা হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। ম্যাচের প্রথমার্ধে এই গোলেই এগিয়েছিল ভারত।
ভারত দ্বিতীয় গোল পায় ৬৬তম মিনিটে। এই গোলটিও আসে কর্নার থেকেই, করেন লিস্টন কোলাসো। তবে ভারতের দর্শকদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তটি আসে ৭৬ মিনিটে। লিস্টনের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান ছেত্রী।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটি তাঁর ৯৫তম গোল। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লিওনেল মেসি ও আলী দাইয়ির পর চতুর্থ সর্বোচ্চ। এর কিছুক্ষণ পরই অবশ্য ছেত্রীকে মাঠ থেকে উঠিয়ে নেন কোচ। শেষ পর্যন্ত ভারত মাঠ ছাড়ে ৩–০ ব্যবধানের জয় নিয়ে।
এই ম্যাচের আগে ভারত সর্বশেষ জিতেছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কুয়েতের বিপক্ষে।

কোহলির সঙ্গে যুব বিশ্বকাপ জেতা তন্ময় এখন আইপিএলের আম্পায়ার

আপনজন ডেস্ক: ২০০৮ সালে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই দলের অপরিহার্য অংশ ছিলেন তন্ময় শ্রীবাস্তব। টুর্নামেন্টে ৫২.৪০ গড়ে ২৬২ রান করে হয়েছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ফাইনালে তাঁর ৪৬ রানের ইনিংসটা ছিল ম্যাচেরই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ।
সেই তন্ময় আইপিএলের প্রথম দুই মৌসুম (২০০৮ ও ২০০৯) পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেন সাত ম্যাচ। আইপিএলের বিলুপ্ত দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি কোচি টাস্কার্স কেরালা (২০১১ মৌসুম) ও ডেকান চার্জার্সের (২০১২ মৌসুম) স্কোয়াডেও ছিলেন।
১৩ বছর পর তন্ময়কে আবারও আইপিএলে দেখা যাবে। তবে ভিন্ন ভূমিকায়। কোহলির একসময়ের সতীর্থ তন্ময় যে এখন আম্পায়ার! সব ঠিক থাকলে ৩৫ বছর বয়সী তন্ময়ই হতে চলেছেন প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে আইপিএলে খেলোয়াড়–আম্পায়ার উভয় ভূমিকায় দেখা যাবে।
ভারত যুব দলের হয়ে বিশ্বকাপ জিতলেও জাতীয় দলের হয়ে কখনো খেলার সুযোগ হয়নি তন্ময়ের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৯০ ম্যাচে করেছেন ৪৯১৮ রান। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৪৪ ম্যাচে ১৭২৮ আর টি–টোয়েন্টিতে ৩৪ ম্যাচে ৬৪৯ রান।
শীর্ষ পর্যায়ে কোহলিদের সঙ্গে দেশের জার্সি জড়ানোর সম্ভাবনা কার্যত নেই ধরে নিয়েই ২০২০ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দেন। সাবেক এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ ম্যাচ খেলেছেন উত্তর প্রদেশের হয়ে।
খেলা ছাড়ার পর কোহলিরই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্কাউট দলের হয়ে কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির (এনসিএ) অনূর্ধ্ব–১৬ দলের কোচ এবং জম্মু–কাশ্মীরের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি আম্পায়ারিংও শুরু করেন। এখন পর্যন্ত দুটি প্রথম শ্রেণির ও সাতটি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন তন্ময়।
আগামী শনিবার শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের ১৮তম আসরে আম্পায়ারের দায়িত্ব পাওয়ায় তন্ময়কে শুভকামনা জানিয়েছে উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ইউপিসিএ)। সংস্থাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তন্ময়ের পরিচয়পত্রের ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ‘একজন সত্যিকারের খেলোয়াড় কখনো মাঠ ছেড়ে যায় না–শুধু খেলায় ভূমিকা বদলায়। খেলার প্রতি সেই একই আসক্তি নিয়ে নতুন দায়িত্ব নিতে চলায় তন্ময় শ্রীবাস্তবকে শুভকামনা। তুমি উত্তর প্রদেশকে আবারও গর্বিত করেছ।’
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) আম্পায়ার হতে দুই বছরে দুই দফা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তন্ময়কে। এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ‘আম্পায়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করাটা বেশ চাপের। এ জন্য আমাকে অনেক রাত জাগতে হয়েছে। ক্রিকেটের আইন কোথায়, কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, তা সঠিকভাবে জানতে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে।’
তন্ময় আরও জানিয়েছেন, কোহলির সঙ্গে এখনো তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ হয়।

প্রথমবার আইপিএল খেলতে নেমেই চমক দেখাতে পারেন যাঁরা

আপনজন ডেস্ক: প্রতি আইপিএল কোনো না কোনো নতুন তারকার জন্ম দেয়। এবার আইপিএল দেখবে কোন তারকাকে? নির্দিষ্ট করে কারও নাম তো বলে দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে কিছু ক্রিকেটারকে আলাদা নজরে রাখতে হবে। সেই ক্রিকেটারদের একবার দেখে নেওয়া যাক–

প্রিয়াংশ আর্য (পাঞ্জাব কিংস)

ভিত্তিমূল্য ছিল মাত্র ৩০ লাখ রুপি। আইপিএল নিলামে বিক্রি হন ৩ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে, যা অ্যানক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রিয়াংশকে দলে নিতে নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংসের ত্রিমুখী লড়াই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়েছে পাঞ্জাব। তাঁকে নিয়ে এমন কাড়াকাড়ির কারণ কী ছিল?
গত আগস্টে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে সাউথ দিল্লির হয়ে নর্থ দিল্লির বিপক্ষে বাঁহাতি স্পিনার মনন ভরদ্বাজের টানা ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরেছিলেন এই ক্রিকেটার। টুর্নামেন্টে ১০ ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০৮ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৯৮.৬৯। ১০ ইনিংসের মধ্যে ৪টিতে করেন ফিফটি, দুটিতে সেঞ্চুরি। ১০ ইনিংসে ছক্কা মারেন ৪৩টি।
দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স তাঁকে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে দিল্লি দলে সুযোগ করে দেয়। দিল্লির হয়ে এই আইপিএল নিলামের ঠিক আগের দিন ৪৩ বলে ১০২ রান করেন প্রিয়াংশ আর্য। তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এবারের আইপিএলে চমকে দিতে পারেন

পাঞ্জাবের এই ব্যাটসম্যান।

জ্যাকব বেথেল (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)

স্পিনটা ভালো খেলেন। মিডল অর্ডারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ভরসার নাম হতে পারেন বেথেল। ফর্মটাও তাঁর সঙ্গে আছে। ২০২৪ সালের পর থেকে টি-টোয়েন্টিতে ৬৩ ইনিংসে ১৪০ স্ট্রাইক রেটে ১৬৪০ রান করেছেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ৯ ম্যাচে ব্যাটিং করে ফিফটি পেয়েছেন দুটিতে। ব্যাটিং করেছেন ১৪৭.৩৬ স্ট্রাইক রেটে। বাঁহাতি স্পিনটাও মন্দ করেন না। এসব সামর্থ্য দেখেই ২ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে নিয়েছে বেঙ্গালুরু। এই আইপিএলে চমকে দিতে পারেন তিনিও!

রায়ান রিকেলটন (মুম্বাই ইন্ডিয়ানস)

বয়স ২৮। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান আলোচনায় এসেছেন একটু দেরিতে। ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে ১০৯১ রান করেছেন রায়ান রিকেলটন। সেখানে রান করেছেন ৫২ গড় আর ১৬৯.১ স্ট্রাইক রেটে। রোহিতের সঙ্গে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে প্রথমবার আইপিএলে দল পাওয়া রিকেলটনকে।

গুরজাপনিত সিং (চেন্নাই সুপার কিংস)

তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ তারকা তিনি। ২৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসার গত আসরে তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে ২২ উইকেট নিয়েছেন। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৭.৩ ইকোনমি রেটে। যদিও টি-টোয়েন্টি খেলার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই গুরজাপনিতের। এখন পর্যন্ত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ৫। অচেনা এই পেসারকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা আছে বলেই তাঁর জন্য ২ কোটি ২০ লাখ রুপি খরচ করেছে চেন্নাই।

অনিকেত বর্মা (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)

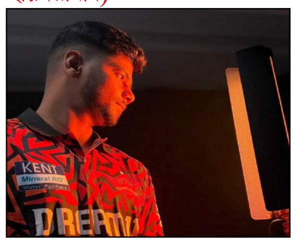

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটিং লাইনআপ টুর্নামেন্ট–সেরা। অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, হাইনরিখ ক্লাসেন তো আছেই সঙ্গে ঈশান কিষান এই দলে যোগ দিয়েছেন। এমন এক দলে সারপ্রাইজ প্যাকেজ হতে পারেন অনিকেত বর্মা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নিজেদের মধ্যে খেলা ম্যাচে ১৬ বলে ৪৬ রানের একটি ইনিংসও খেলেছেন অনিকেত। মধ্যে প্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে ৬ ম্যাচে ৫৪.৬০ গড়ে ২৭৩ রান করেছিলেন এই ব্যাটসম্যান।

রোজা রেখেই স্পেনের হয়ে খেলবেন ইয়ামাল

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সিয়াম সাধনার মাস রমজান চলছে। অনেক মুসলিম খেলোয়াড় রোজা রেখেই খেলতে নামেন। খেলা চলাকালে একটু বিরতি নিয়ে ছোট্ট পরিসরে ইফতার করে রোজাও ভাঙেন।
লামিনে ইয়ামাল সেসব রোজাদার খেলোয়াড়ের একজন। এই তো কদিন আগে বেনফিকার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে রোজা মাঠে নেমেছিলেন বার্সেলোনার এই উদীয়মান তারকা। সেদিন দলের দ্বিতীয় গোলটা তিনিই করেছিলেন, প্রথম গোলটা করিয়েছিলেন সতীর্থ রাফিনিয়াকে দিয়ে।
দুই গোলের মাঝে ইফতারের সময় হলে পানি পান করে রোজাও ভেঙেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ছবি দেখে অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।
ইয়ামাল এবার স্পেন জাতীয় দলেও রোজার আবহ নিয়ে এসেছেন। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, দেশটির জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে রোজা রেখে খেলবেন ১৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গার।
উয়েফা নেশনস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বৃহস্পতিবার রাতে নেদারল্যান্ডসের মাঠে খেলবে স্পেন। নিজেদের মাঠে ফিরতি লেগ রোববার রাতে। ম্যাচ দুটি সামনে রেখে পরশু স্পেন জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন ইয়ামাল। সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন।
ইয়ামালের জন্ম স্পেনে হলেও তাঁর বাবা মুনির নাসরাউয়ি একজন মরোক্কান মুসলিম। মার্কা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, ইয়ামাল তাঁর পৈতৃক পরিবারের সম্মানে মুসলিমদের পবিত্র মাসে রোজা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
গত বছরও মার্চের মাঝামাঝি সময়ে রমজান মাস শুরু হয়েছিল। সেই সময় ইয়ামাল স্পেনের হয়ে দুটি ম্যাচ খেললেও রোজা রাখেননি। তবে এবার তাঁর মনে হয়েছে, তিনি রোজা রেখে খেলতে পারবেন।
ডিএজেডএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল জানিয়েছেন, রোজা রেখে খেলতে তাঁর কোনো সমস্যা হয় না, ‘মনেই হবে না যে আপনি ক্ষুধার্ত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শরীরকে পানিশূন্যতা না রাখা। ক্লাবে (বার্সায়) আমি এ বিষয় নিয়ে খুব সতর্ক ছিলাম। (ফজরের) নামাজ পড়ার জন্য আমি ভোর পাঁচটায় উঠি। এরপর ইলেকট্রোলাইট–জাতীয় পানীয় পান করি, যা সারা দিন আপনার শরীরকে পানিপূর্ণ রাখবে। যখন খাওয়ার (ইফতারের) সময় হয়, আমি চিনি না খাওয়ার চেষ্টা করি। এর পরিবর্তে প্রচুর পানি পান করি। তাই সবকিছুই খুব নিয়ন্ত্রণে থাকে।’
ইয়ামালই স্পেন জাতীয় দলে খেলা প্রথম মুসলিম ফুটবলার নন। আদামা ত্রাওরে, আনসু ফাতি, মুনির এল হাদ্দাদিরাও ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবে ত্রাওরে ও ফাতি রমজান মাসে স্পেনের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে স্পেনের হয়ে অভিষেক হয় মুনিরের। দেশটির জার্সিতে তিনি ওই এক ম্যাচই খেলেছেন। তবে সেই সময় রমজান মাস ছিল না।

আইপিএলে কোন দল কেমন

স্পিনে সেরা, ব্যাটিংয়ে আক্রমণই শেষ কথা কলকাতার

আপনজন ডেস্ক: আরও একটা আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ, আরও একবার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগের উন্মাদনায় মাতবে ক্রিকেট–বিশ্ব। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা...

অধিনায়ক: অজিঙ্কা রাহানে
কোচ: চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত
মেন্টর: ডোয়াইন ব্রাভো
শিরোপা: ৩টি (২০১২, ২০১৪ ও ২০২৪)

কলকাতা নাইট রাইডার্স স্কোয়াড
স্কোয়াড: ২১ জন
ভারতীয়: ১৩ জন
বিদেশি: ৮ জন
রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়): রিংকু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন, হর্ষিত রানা, রমনদীপ সিং
নিলামে কেনা: ভেঙ্কটেশ আইয়ার, আনরিখ নর্কিয়া, কুইন্টন ডি কক, অংকৃশ রঘুবংশী, স্পেনসার জনসন, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, মঈন আলী, বৈভব অরোরা, রোভমান পাওয়েল, অজিঙ্কা রাহানে, মনীশ পান্ডে, অনুকূল রয়, লুবনিত সিসোদিয়া, মায়াঙ্ক মারকান্ডে
*উমরান মালিকের চোটে দলে এসেছেন চেতন সাকারিয়া।

শক্তি
- গতবারের দল প্রায় অপরিবর্তিত। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারকে হারানোটা অবশ্যই বড় ব্যাপার, তবে কলকাতাতেই আছেন সুনীল নারাইন, আন্দ্রে রাসেল, রিংকু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও হর্ষিত রানা। মানে অনেকটা গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল নিয়েই মাঠে নামবে কলকাতা।
- কলকাতার ব্যাটিংয়ে আক্রমণই শেষ কথা। ওপেনিংয়ে কুইন্টন ডি ককের সঙ্গে আছেন সুনীল নারাইন। মানে ঝড় উঠবে প্রথম বল থেকেই। এর পরের ব্যাটিং লাইনআপ ঠিক করবে ম্যাচ পরিস্থিতি। দ্রুত উইকেট পড়লে উইকেটে আসতে পারেন অজিঙ্কা রাহানে অথবা ২৩ কোটি রুপির ভেঙ্কটেশ আইয়ার। এরপর অংকৃশ রঘুবংশী, রিংকু সিং, রমনদিপ আর আন্দ্রে রাসেল তো আছেনই। একজন আউট হলে আরেকজন মারতে শুরু করবেন। পালাবেন কোথায়? গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে রিংকুর ব্যাটিং অর্ডার। গত মৌসুমে নিচে খেলতে খেলতে পুরো মৌসুমে মাত্র ১১৩টি বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন রিংকু। এবার শ্রেয়াস নেই, আরেকটু কি ওপরে খেলবেন এই বাঁহাতি?
- বৈচিত্র্যের বিচারে কলকাতার স্পিন আক্রমণ সম্ভবত এবারের আইপিএলের সেরা। ক্যারিয়ারের সেরা ছন্দে থাকা বরুণ চক্রবর্তী আছেন। আছেন কোনো দিন ছন্দ না হারানো সুনীল নারাইনও। দুজনই রহস্য স্পিনার বলে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। অন্য যাঁরা দলে আছেন, নিজেদের দিনে তাঁরাও ম্যাচ উইনার। নামগুলো জেনে নিন–মায়াঙ্ক মারকান্ডে, মঈন আলী, অনুকূল রয়।

দুর্বলতা
- একটা স্পেলে প্রতিপক্ষ ব্যাটিং কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো পেসার কই? হ্যাঁ, আনরিখ নর্কিয়া আছেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকছেই, চোটপ্রবণ দক্ষিণ আফ্রিকান গতি তারকা কি নিজের সেরাটা দিতে পারবেন! চোটের কারণে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও খেলতে পারেননি। মাঠে ফিরবেনই আইপিএল দিয়ে। ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানাকে তাই নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব।
- অধিনায়ক রাহানে নাকি ব্যাটসম্যান রাহানে! রাহানে ১৪০–এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করতে না পারলে অধিনায়ককে নিয়ে বিপদে পড়তে পারে কলকাতা। দিন শেষে অধিনায়ক পারফর্ম না করলে প্রশ্ন তো ওঠেই!

প্রত্যাশা ও বাস্তবতা
এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে কলকাতা। দলীয় শক্তি বিবেচনায় নিজেদের ইতিহাসের প্রথমবারের মতো শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন দেখতেই পারে দলটি। কলকাতা নাইট রাইডার্স

মৃত মারাদোনার কক্ষে ‘চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল না’

আপনজন ডেস্ক: ডিয়েগো মারাদোনার মৃত্যুর পর সেখানে প্রথম যে কজন উপস্থিত হন, পুলিশ কর্মকর্তা লুকাস ফারিয়াস তাঁদের একজন। গতকাল সান ইসিদরো আদালতে লুকাস সাক্ষ্য দেন, অস্ত্রোপচারের পর যে বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন মারাদোনা, সেখানে কোনো ‘চিকিৎসার সরঞ্জাম’ তিনি দেখেননি। কোকেন ও মদ্যপানে আসক্ত মারাদোনা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ দুয়েক পর ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।
বুয়েনস এইরেসের এক অভিজাত এলাকায় ভাড়া করা বাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে ফুটবল কিংবদন্তির। মারাদোনার চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন যে আটজন, তাঁদের মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে বিচার চলছে বুয়েনস এইরেসের সান ইসিদরো আদালতে। কৌঁসুলিরা আদালতে মারাদোনার শেষ দিনগুলোকে ‘হরর থিয়েটার’ বলেছেন।
লুকাস বলেছেন, মারাদোনা যে কক্ষে মৃত্যু অবস্থায় পাওয়া গেছে ‘সে কক্ষে কোনো চিকিৎসার সরঞ্জাম দেখেননি’ তিনি, ‘আমি কোনো সিরাম দেখিনি, যেটা ঘরোয়া হাসপাতালের অংশ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।’ ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় প্রদানের ওষুধের কথা বলেছেন লুকাস। বুয়েনস এইরেসের উত্তরের উপকণ্ঠের শহর সান ইসিদরোয় গত সপ্তাহে এই বিচার শুরু হয়। গতকাল যে চারজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে প্রমাণাদি দাখিল করেছেন, লুকাস তাঁদের একজন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**